১২ জুলাই ২০২৫

আনন্দলোক



সা ক্ষা তে

ঋত্বিক চক্রবর্তী
অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী
সুরঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায়

অদ্ভুত কনট্র্যাক্টে
আবীর চট্টোপাধ্যায়!

ভালবাসার মানুষের
দেওয়া আঘাত নিয়ে
আত্মজীবনীতে খোলামেলা
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

শাহরুখ খানের ‘মন্নত’-এ
বে-আইনি নির্মাণ

প্রিয় জয়া

নিজে তারকা হলেও, তারকা-প্রথা পছন্দ করেন না। মনে করেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে হয়ে যাচ্ছেন নিজের ‘মায়ের মতো’। নিজেকে ভাল অভিনেত্রী বলে মনে করেন না। ‘ডিয়ার মা’ মুক্তির আগে মনের কথা উজাড় করলেন **জয়া আহসান**

আনন্দলোক কোথায় কী

৫১ বর্ষ ১২ সংখ্যা ১২ জুলাই ২০২৫

কভার ড্রাইভ



নিজে তারকা হলেও, তারকা-প্রথা পছন্দ করেন না তিনি। মনে করেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি হয়ে যাচ্ছেন নিজের 'মায়ের মতো'। নিজেকে ভাল অভিনেত্রী বলে মনে করেন না। 'ডিয়ার মা' মুক্তির আগে নিজের মনের কথা উজাড় করলেন **জয়া আহসান**







এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়

সম্পাদক: কৌশিক পাল

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে জ়াহরা বসরাই কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, সিপি-৪, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৩৫ টাকা

Rs. 35.00/-

Edited by Kausik Pal and printed and published fortnightly by
Zahra Basrai on behalf of
ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001.
Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V
Salt Lake City, Kolkata- 700091

Export of this magazine to U.S.A is through our authorised agent only.

Year 51, Issue 12th
RNI Regd No. 27039/74

সেলেবদের আরও হাঁড়ির খবর জানতে চোখ রাখুন **www.anandalok.in**-এ।

ফলো করুন Anandalok anandalok_abp anandalok_abp



■ 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে'-এর সেটে শুভশ্রী

সেটের গল্প

বরাবরই ছবির শুটিং সেটের গল্প পড়তে ভাল লাগে। একটা সিনেমা তৈরি হওয়ার নেপথ্য কাহিনি আমার প্রিয়। তাই এবার 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে' ছবির শুটিং সেটের অভিজ্ঞতা পড়ে ভাল লাগল। আপনারা এটা সব ছবির ক্ষেত্রে বজায় রাখলে ভাল হয়।

শর্মিলা রায়, বারাসত

ভনিতাহীন, স্পষ্ট কথা

বাংলা চলচ্চিত্র জগতের প্রখ্যাত অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী ভনিতাহীন এবং স্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য ধন্যবাদ। সর্বেন্দ্রকে নিয়ে উনি যা যা লিখেছেন, সব পড়লাম। তারপরই শহরের একটি অনুষ্ঠানে সর্বেন্দ্রবাবুকে দেখলাম। নিজের জীবনের সব কষ্ট, যন্ত্রণার কথা সেদিন তিনি বলেছিলেন। এরকম মানুষদের কথা তুলে ধরার জন্য ধন্যবাদ।

সায়ন তালুকদার, বরাহনগর

বাংলা ছবির স্বরূপ

বাংলা ছবির ব্যবসা সত্যিই প্রশ্নের মুখে। কে এগিয়ে, কে পিছিয়ে, সেই হিসেব করতে গেলেই সবটা গুলিয়ে যায়। এই প্রতিবেদন ছবির মতোই বেশ কিছু জিনিস পরিষ্কার করল। এক কথায় তথ্য সমৃদ্ধ।

সৃষ্টি সেনগুপ্ত, যাদবপুর

ছবির চমক

আমার বরাবরের প্রিয় বিভাগ ছবিঘর। ফ্রেমবন্দি মুহূর্তগুলো ভীষণ উপভোগ করি। ভিডিয়োর চেয়ে যে কোনও অনুষ্ঠানের ফোটোর গুরুত্ব অনেকাংশে বেশি।

দীপক শর্মা, হাওড়া



■ সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়



■ 'কিলবিল সোসাইটি'তে কৌশানী ও পরম

এই পত্রিকায় যাঁরা লিখেছেন বা যাঁদের নিয়ে লেখা বেরিয়েছে, তাঁদের উদ্দেশে জানানো হচ্ছে, পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সেই সব লেখা বা সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার ছবি কোনও সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।



চমকে দেওয়ার মতো

এবারের কভার স্টোরি চমক দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু ভিতরের লেখা না পড়লে, আসল তথ্য পাওয়া অসম্ভব। আনন্দলোকের কাছে এরকম এক্সক্লুসিভ খবরই আশা করি। তবে সত্যিটা আদতে কী, সেটা জানার ইচ্ছে থেকেই গেল।

মৃগাঙ্ক পাল, বাঁকুড়া



■ মলাইকা অরোরা

নিজের পুরো ঠিকানাসহ অনধিক ১০০ শব্দে চিঠি পাঠান। সেরা পত্র-প্রেরক পাবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার। ঠিকানা: আনন্দলোক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১
মতামত জানাতে পারেন ই-মেলেও।
anandalok@abp.in

সন্তান আসার আগে

এ ঘটনা বড়ই মর্মান্তিক। জার্মানির রাজকুমার হেরাল্ড ভন হোহেজ়োলার্ন আকস্মিকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চলে গেলেন। সবচেয়ে বড় কথা, আর কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর প্রথম সন্তান জন্মানোর কথা। হেরাল্ডের স্ত্রী রাজকুমারি জোসেফা ভন হোহেজ়োলার্ন, সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোষণা করেছেন, রাজকুমারের কোনও শারীরিক সমস্যা ছিল না। তিনি ভীষণ খুশি মনে প্রথম সন্তানের আগমনের অপেক্ষা করছিলেন। নামিবিয়াতে গিয়েছিলেন নিজের হিরে ব্যবসার কাজে। কিন্তু সেখানে যে এমন দুর্বিপাক নেমে আসবে, পরিবারের কেউ ভাবতে পারেননি।



■ সস্ত্রীক হেরাল্ড



■ বিয়ের দিন দ্বিতীয় এলিজ়াবেথ এবং ফিলিপ। নীচে সেই কেক

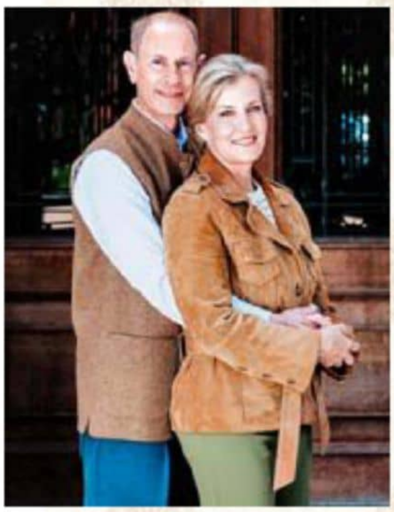
সেই কবেকার কেক!

মানুষের যে কত রকম পাগলামি থাকে! ১৯৪৭ সালে রানি দ্বিতীয় এলিজ়াবেথ এবং প্রিন্স ফিলিপের বিয়ে হয়। এবং ওয়েডিং কেক কাটা হয় খুব স্বাভাবিকভাবেই। সেই কেকের একটি টুকরো রয়ে গিয়েছিল বহু বছর ধরে। তৎকালীন নেভি চিফকে কেকটি দেওয়া হয়। তিনি সেটি না খেয়ে সংরক্ষণ করে রেখে দিয়েছিলেন। সেই বিরল কেকের টুকরোটি নিলাম করা হয় এত বছর পরে পরিবারের তরফ থেকে। নিলামে সেটি জিতেছেন গেরি লেটন নামে এক ভদ্রলোক। সংরক্ষিত ফলের কেকটি ২,৭০০ পাউন্ডে কিনেছেন তিনি, যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৩ লক্ষ ১৪ হাজার টাকার সমান। এবার জানা যাচ্ছে, ৬৪ বছর বয়সি লেটন তাঁর পরের জন্মদিনে এটি খাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। তিনি এটিকে রাম দিয়ে সাজাতে চান।



বিচ্ছেদ নাকি সার্ভিসিং?

এবার কি তা হলে বিয়ে ভাঙছে এডিনবরার ডাচেস সোফির? কারণ রহস্যজনকভাবে তাঁর আঙুলে আর এনগেজমেন্ট এবং বিয়ের রিং দেখা যাচ্ছে না। ৬০ বছর বয়সি ডাচেস অফ এডিনবরা চার্লসের ছোট ভাই প্রিন্স এডওয়ার্ডকে বিয়ে করেছেন। তাঁদের সুখী দম্পতি বলেই জানে সকলে। কিন্তু হঠাৎ করে আংটি না পরা অবস্থায় প্রকাশ্যে এসেছেন বলে জল্পনা আরও বেড়েছে। কারণ রাজ পরিবারের সদস্যরা সাধারণত এইসব ব্যাপারে খুব সংবেদনশীল হন। যাই হোক, ডাচেস সোফি একটি গার্ডেন ফেস্টিভ্যালে যোগ দিয়ে ফুলের প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন, স্কুলের বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা করেন এবং আইসক্রিম খান। পরে নিজেই এই রহস্যের সমাধান করেছেন। সোফি নাকি দু'টি আংটিই সার্ভিসিংয়ে দিয়েছেন। তাই পরে বেরোননি। তবে নিন্দুকদের তো অভাব নেই। তাদের প্রশ্ন, দু'টি আংটিই একসঙ্গে দিতে হল কেন? একটি অন্তত পরে থাকলে তো এত জল্পনা হত না।



■ স্বামীর সঙ্গে ডাচেস সোফি





প্রিয় জয়া

নিজে তারকা হলেও, তারকা-প্রথা পছন্দ করেন না তিনি। মনে করেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি হয়ে যাচ্ছেন নিজের ‘মায়ের মতো’। নিজেকে ভাল অভিনেত্রী বলে মনে করেন না। ‘ডিয়ার মা’ মুক্তির আগে নিজের মনের কথা উজাড় করলেন **জয়া আহসান**। প্রশ্ন করলেন **অংশুমিত্রা দত্ত**

এ বছরটা এখনও অবধি জয়া আহসানের জন্য দারুণ যাচ্ছে। ‘জয়া ও শারমিন’-এর মতো ছবি যেমন আছে, তেমনই ‘উৎসব’-এর মতো বিরাট অনসম্বলের পারিবারিক ছবিও রয়েছে। রয়েছে শাকিব খানের সঙ্গে ‘তাণ্ডব’, যা বক্সঅফিস জয় করেছে। তবে জয়া আহসান দেশের সীমানা যেমন মানেন না, ছবির জঁরের ভাগাভাগিও পছন্দ করেন না। তাই আসন্ন ‘ডিয়ার মা’ ছবির প্রচারে তিনি ততটাই উদ্যম নিয়ে

ফোটো: সৌম্য সিংহ
মেকআপ: সুমন গঙ্গোপাধ্যায়
হেয়ার: ঝলসা দে
স্টাইলিং: পৌলমী গুপ্ত
পোশাক: স্টুডিয়োমোডা
গয়না: লশকারা বাই রিতু ঢিংড়া
লোকেশন: ললিত গ্রেট ইস্টার্ন, কলকাতা
ফুড পার্টনার: ডো অ্যাজ় ইউ লাইক

ঝাঁপিয়েছেন। তাঁর কথায়, ‘কোন ছবি চলবে, কোনটা নয়, সেই হিসেবেটা অনেক ছবিই গুলিয়ে দিয়েছে।’ অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী পরিচালিত ‘ডিয়ার মা’-এর প্রচারের পাশাপাশি কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘আজও



■ ‘ডিয়ার মা’ ছবির দৃশ্যে জয়া, শাশ্বত ও ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়

অর্ধাঙ্গিনী’র শুট চলছে। মধ্যরাত অবধি শুটিং করে পরদিন জয়া যখন আনন্দলোকের ফোটোশুট করতে এলেন, তাঁকে দেখে ক্লান্তই লাগছিল। তবে দু’ কাপ ব্ল্যাক কফি খেয়ে দিব্যি তরুণীর উৎসাহে ফোটোশুটে মশগুল হয়ে গেলেন, তার সঙ্গে চলল আড্ডা। আড্ডার মাঝে বারবার ফোন আসছিল জয়ার। ভিডিয়ো কলে মায়ের সঙ্গে লম্বা বার্তালাপ। বাংলাদেশের বাড়িতে নিজের ওয়ার্ডরোব থেকে মায়ের জন্য তিনি ভিডিয়ো কলে বেছে দিচ্ছেন শাড়ি। কোন শাড়িটা কবে পরবেন মা, তা নিয়ে বেশ অনেকক্ষণ চলল গম্ভীর আলোচনা। মনে হচ্ছিল জয়াই যেন ‘মা’। ওই প্রসঙ্গের রেশ ধরেই শুরু হল গল্প।

শুট চলাকালীন আপনি ভিডিয়ো কল করে মায়ের জন্য শাড়ি বাছছিলেন। মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক কি বন্ধুর মতো? নাকি এখন খানিকটা অভিভাবকের মতোই?

এখন তো বন্ধুর মতোই সম্পর্ক। আমি যেভাবে মাকে বলছিলাম, ‘এটা নয়, ওটা পরো, ওটা কেন পরছ না, ওই রংটা ভাল নয়’, তাতে আপনার শুনতে খানিকটা অভিভাবকের মতো মনে হয়েছে। তবে আদতে তা নয়। মা সাজতে পছন্দ করেন না, আমি আবার মাকে সাজাতে ভালবাসি। এক বোনের বিয়ে আছে, তাই মায়ের জন্য শাড়ি বাছছিলাম। মায়ের সঙ্গে কোনওদিনই আমার সম্পর্ক খুব একটা ফিজ়িক্যাল নয়। যেমন অনেক মা-বাবা ছেলেমেয়েদের কোলে-পিঠে আদর করেন, চুমু খান, ওরকম আমাদের সম্পর্ক ছিল না। আমি যেমন মা-কে



ফোটো: সৌম্য সিংহ
মেকআপ: সুমন গঙ্গোপাধ্যায়
হেয়ার: ঝলসা দে
স্টাইলিং: পৌলমী গুপ্ত
পোশাক: শিল্পা মুদ্রা অ্যাটেলিয়র
গয়না: লশকারা বাই রিতু ঢিংড়া
লোকেশন: ললিত গ্রেট ইস্টার্ন, কলকাতা
ফুড পার্টনার: ডো অ্যাজ় ইউ লাইক



কখনও 'আই লভ ইউ' বলতে পারিনি, তেমন মাকে 'সরি' বলতেও খুব বাধো-বাধো ঠেকে আমার। সারা দুনিয়াকে সরি বলতে পারি, মাকে পারি না। মনে হয়, মা তো এমনিই বুঝবে। ছোটবেলায় মাকে চিঠি লিখতাম, জানেন। আমি হস্টেলে থেকে লেখাপড়া করেছি। সেখান থেকে মাকে জানাতাম, কোন খাবারটা খাওয়া যাচ্ছে না, কে বুলি করল...

আপনি কথায় কথায় বলছিলেন, যত দিন যাচ্ছে, আপনি মায়ের মতো হয়ে যাচ্ছেন। কী সেই মিল গুলো?

আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে মা-বাবার বৈশিষ্ট্যগুলো খুব প্রকট। আমার ছোটবোন যেমন আমার বাবার মতো। আমি মায়ের মতো। আমার মায়ের খুব ধৈর্য, খুব পরিশ্রমী। কোনও কিছু মনে জমিয়ে রাখে না, ক্ষমা করে দেয়। এই জিনিসগুলো আমি মায়ের কাছ থেকে পেয়েছি। যত বয়স বাড়ছে, মনে হচ্ছে মায়ের ফিজ়িক্যালিটির সঙ্গে আমার মিল রয়েছে। মায়ের পছন্দ-অপছন্দ একটা বয়সে যেমন ছিল, আমার এখন তেমনই... আবার অনেক সময় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বিভ্রম হয়, যে বাবার মতো দেখতে লাগছে একদম! এটাই বোধহয় মজা, একটা বয়সের পর আমরা মা-বাবাকে নিজেদের মধ্যে খুঁজি।

মা-কে কখনও 'আই লভ ইউ' বলতে পারিনি। মাকে 'সরি' বলতেও খুব বাধো-বাধো ঠেকে আমার। সারা দুনিয়াকে সরি বলতে পারি, মাকে পারি না

'ডিয়ার মা' ছবির স্ক্রিপ্ট আপনি নিজের জন্মদিনের উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরীর তরফ থেকে। এই গল্পে তিনজন শিশুশিল্পীও রয়েছে। শিশুদের সঙ্গে অভিনয় করা তো বেশ কঠিন। জন্মদিনেই অনিরুদ্ধ আপনাকে সেই চ্যালেঞ্জটা দিলেন?

(হাসতে হাসতে) যে জন্মদিনে স্ক্রিপ্টটা পেয়েছিলাম, সেদিন আর কোনও উদ্‌যাপন হয়নি। পরিবার, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গেই ছিলাম ঢাকায়। কিন্তু স্ক্রিপ্টটা হাতে পেয়ে যে তাতে ডুবে গেলাম, উদ্‌যাপনের সময় পাইনি। শিশুদের সঙ্গে অভিনয়ের সমস্যা হল, আপনি যত ভাল অভিনেতাই হন না কেন, দর্শকের দৃষ্টি শিশুটির উপরই থাকবে। আর ওরা খুব মুডি হয়। কখন কী করবে, তার উপরই নির্ভর

করবে আমার রিঅ্যাকশন। ওরা স্ক্রিপ্ট বোঝে না, নিজেদের মতো রিঅ্যাক্ট করে। সবসময় অভিনেতাকে চ্যালেঞ্জ করে।

একটা চরিত্রের জন্যে অন্তরের কষ্টের জায়গা গুলো স্পর্শ করতে পারলে কি অভিনেত্রী সত্তা সুখ পায়?

আমরা আর্টিস্টরা নিজেদের দুঃখ-কষ্ট প্রাণভোমরার কৌটোয় রেখে দিই। যখন প্রয়োজন পড়ে, ওই কষ্টগুলো খুঁড়ে বের করে তার সঙ্গে সত্য-মিথ্যা, নিজের অতীত, অভিজ্ঞতা, স্ক্রিপ্টের চরিত্রের সঙ্গে মিশিয়ে পরিবেশন করাই তো অভিনয়, তাই না? সেটাই আপনারা পর্দায় দেখেন। কিন্তু এটা আর্টিস্টের জন্য কষ্টকর একটা প্রসেস। সকলেই তো আমরা সেলফিশ, দুঃখ-কষ্ট ভুলে এগিয়ে যেতে চাই। কিন্তু অভিনেতাদের দুর্ভাগ্য যে, ওগুলোকেও সংরক্ষণ করে রাখতে হয়, কখন কোন চরিত্রের জন্য প্রয়োজন হয় কে জানে! কষ্ট কি আর সুখের হতে পারে, বলুন?

'তাণ্ডব' ছবিটি বক্স অফিসে দারুণ ব্যবসা করেছে। অনেকদিন পর আপনি এমন বাণিজ্যিক ছবিতে ফিরলেন। এই ধরনের ছবিই কি মানুষকে প্রেক্ষাগৃহে টানার একমাত্র উপায়? এদেশে তো পর পর অ্যাকশনধর্মী, লার্জার দ্যান লাইফ ছবিই ব্যবসা করছে।

'তাণ্ডব' যে ব্যবসা করেছে, তার পিছনে অনেক কারণ আছে। ইদের সময়, উৎসবের সময় মানুষ এমন ছবিই দেখতে চান, যেখানে নির্মল বিনোদন রয়েছে। আর একটি ছবির

> এমন দর্শক আছেন যাঁরা সারাদিন খেটেখুটে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ছবি দেখতে চান না। কিন্তু কেমন ছবি দেশে তৈরি হচ্ছে, তা দিয়ে দেশের সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

কথা বলতে চাই, 'উৎসব'। ওটিও এবছর ইদে মুক্তি পেয়েছে। মানুষ হইহই করে ছবিটি দেখেছে, পুরোপুরি পারিবারিক ছবি। ফলে শুধু অ্যাকশন মানুষকে হলে টানছে, এমন কিন্তু আমার মনে হয় না। দেখুন ইন্ডাস্ট্রির চাকা ঘোরানোর জন্য যেমন 'তাণ্ডব'-এর প্রয়োজন আছে, তেমন 'জয়া ও শারমিন' (জয়ার প্রযোজনা)-এর



■ 'তাণ্ডব' ছবিতে আবার শাকিব খানের সঙ্গে জুটিতে জয়া। (নীচে) মায়ের সঙ্গে





ফোটো: দেবস্মিতা ভট্টাচার্য
মেকআপ ও হেয়ার: সুমন গঙ্গোপাধ্যায়
স্টাইলিং: সুলগ্না চৌধুরী

মতো 'বুটিক' ছবিরও প্রয়োজন আছে। এমন মানুষ আছেন, যাঁরা সারাদিন খেটেখুটে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ছবি দেখতে চান না। কিন্তু কেমন ছবি দেশে তৈরি হচ্ছে, তা দিয়ে দেশের সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

তারকা প্রথা বা স্টার সিস্টেমের অংশ আপনি। এই সিস্টেমের কোন বিষয়টা পছন্দ হয় না?

না-চাইতেও আমি স্টার সিস্টেমের অংশ হয়ে গেছি। কিন্তু স্পষ্টতই বলতে চাই, নিজেকে একজন সংস্কৃতিকর্মীর বেশি কিছু ভাবি না। যেহেতু আমরা অভিনয় করি, স্পটলাইট আমাদের উপরই থাকে। এর অনেক বাজে দিক রয়েছে। ভিআইপি কালচার ঢুকে গেছে আমাদের মধ্যে। আমরা ব্যাঙ্কে গেলে লাইনে দাঁড়াব না, কোথাও গেলে আগে আগে সব কিছু হয়ে যাবে, ইমিগ্রেশনে লাইন ভেঙে আমাদের আগে ডেকে নেবে। আমি যেমন চেষ্টা করি ব্যাঙ্কে লাইন দিয়ে ঢুকতে। বাংলাদেশে তো এই ভিআইপি কালচার খুব রয়েছে। নেতা-মন্ত্রীরা রাস্তা আটকে, পোঁ-পোঁ করে হুটার বাজিয়ে চলে যান। কথায়-কথায় 'জানো আমি অমুকের কে হই' বলে ক্ষমতাপ্রদর্শনের ভিআইপি কালচার আমি খুব অপছন্দ করি।

> ভিআইপি কালচার ঢুকে গেছে আমাদের মধ্যে। ব্যাঙ্কে গেলে লাইনে দাঁড়াব না, কোথাও গেলে আগে আগে সব কিছু হয়ে যাবে, ইমিগ্রেশনে লাইন ভেঙে আমাদের আগে ডেকে নেবে...

অনেকেই জানেন না, আপনি সঙ্গীতের তালিমপ্রাপ্ত। ছবিতে গান গাইতে ইচ্ছে করে না?

আমি গানের সমঝদার বলতে পারেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ভক্ত তো বটেই, তবে সব ধরনের গান বুঝতে পারি। সেই ছোটবেলায় টুকটাক যেমন সকলেই গান শেখে, আমিও রবীন্দ্রসঙ্গীতে ডিপ্লোমা নিয়েছি, কিছুদিন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতও শিখেছি। ওটা বলার মতো কিছু নয়। এখন তো চর্চাও নেই, ফলে গাওয়ার কথা মনে হয় না।

জয়া আহসান কোন ধরনের চরিত্রে অভিনয় করবেন না?

গল্পে যে চরিত্রের উপস্থিতি রয়েছে,

প্রয়োজনীয়তা নেই, এমন চরিত্র আমি করব না। তার স্ক্রিনস্পেস যত বেশিই হোক না কেন। আবার গল্পে গুরুত্ব থাকলে দু'মিনিটের রোলও করতে পারি।

অভিনেত্রী হিসেবে নিজের লিমিটেশন কী মনে হয়?

আমার তো মনে হয়, আমি ফাঁকা মাঠে গোল দিচ্ছি। কথাটা হয়তো ভুল বললাম। (একটু থেমে, ভেবে) আমি আসলে জানি না, দর্শক কেন টিকিট কেটে আমার ছবি দেখেন। হয়তো ভাল গল্প, ভাল অভিনেতাদের সঙ্গে অভিনয় করি বলে আমার খামতিগুলো চোখে পড়ে না। আমার অনেক ভার্সেটাইল হওয়া উচিত।



বাগানবিলাসী জয়া

আজ যদি কেরিয়ার শুরুর জয়ার কাছে ফিরে যাওয়ার সুযোগ হয়, তাকে কী উপদেশ দেবেন? কীভাবে গাইড করবেন?

কিচ্ছু গাইড করব না। অনেক কাজ আগে করেছি, যা নিয়ে অনেকে বলেছে, 'এটা কেন করল!', 'ওটা না করলেও পারত'। কিন্তু আমার তা মনে হয় না। আমি ছোটবেলা থেকে যা-যা কাজ করেছি, সবক'টিই আজকের জয়া আহসান তৈরির জন্য অপরিহার্য ছিল। আল্লাহতালা বা সৃষ্টিকর্তা আমাকে উজাড় করে দিয়েছেন। হ্যাঁ, হয়তো নিজেকে আরও শানদারভাবে তৈরি করতে পারতাম। শিল্পী হিসেবে নিজেকে আরও শাণ দিতে পারতাম, ব্যস, এটুকুই।







■ 'উৎসব' ছবিটি দেখতে দর্শকের সঙ্গে চঞ্চল চৌধুরী, জয়া আহসন সহ বাকি কলাকুশলী



■ জয়ার প্রযোজনায় 'জয়া ও শারমিন' ছবির শহ-অভিনেত্রী মোহসিনা আখতারের সঙ্গে

ফোটো: সৌম্য সিংহ
মেকআপ: সুমন গঙ্গোপাধ্যায়
হেয়ার: ঝলসা দে
স্টাইলিং: পৌলমী গুপ্ত
পোশাক: শিল্পা মুন্দ্রা অ্যাটেলিয়র
গয়না: লশকারা বাই রিতু ঢিংড়া
লোকেশন: ললিত গ্রেট ইস্টার্ন, কলকাতা
ফুড পার্টনার: ডো অ্যাজ় ইউ লাইক

বর্তমানে বাংলাদেশ, ভারত বা পৃথিবীর অন্য প্রান্তে যুদ্ধের পরিস্থিতি। হিংসা, রাজনীতির এই পরিবেশ আপনাকে কতটা বিচলিত করে?

একটা দেশের সঙ্গে অন্য দেশের সম্পর্ক তো কূটনীতির বিষয়। ওটা নীতি নির্ধারকরা ঠিক করবেন। কিন্তু দু' দেশের মানুষের মধ্যে যেন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকে। কূটনৈতিকরা নিজেদের সুবিধের জন্য মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেয়। মানুষ কিন্তু শান্তি চায়। কোনও দেশের জন্যই যুদ্ধ ভাল হতে পারে না।

এই পরিবেশে মানুষকে আর্ট, সিনেমা কতটা প্রভাবিত করতে পারে? এরকম পরিস্থিতিতে মানুষ যখন নিজের অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে, তখন তারা কি সিনেমা হলে যাবে?

নানা রকমের প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে আর্ট তৈরি হয়। মানুষ যে ধরনের যাত্রার মধ্যে দিয়ে যায়, বা যেমন জীবনের স্বাদ পেতে চায়, সবই শিল্পকলার মাধ্যমে পায়। এই যে অস্থির সময়, যুদ্ধ, হিংসা, এই সময়ের আর্টের মধ্যে কিন্তু তার প্রতিফলন থাকবে। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন শিল্পীর সৃষ্টিতে সেই সময়কাল ধরা থাকে। আর একটা কথা আমার মনে হয়, যত বেশি বাধাবিপত্তি আসে, শিল্প ততটাই জোরদার হয়।

এই আশাবাদী মনোভাব নিয়েই তিনি হয়ে উঠেছেন দুই বাংলার 'প্রিয় জয়া'। তিনি আশা রাখেন, হিংসা, যুদ্ধ যা-ই হোক না কেন, শিল্প মানুষের মন পরিবর্তন করবেই। শিল্প চিরন্তন।



সর্বেন্দ্রর সঙ্গে দূরত্ব

মানসিকভাবে তিনি সর্বেন্দ্র সিংহকে নিজের স্বামীর জায়গায় বসিয়েছিলেন। সর্বেন্দ্র যখন খুব অসুস্থ তখন তাঁর চিকিৎসার সমস্ত দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে তুলে নেন। অথচ সেই মানুষটাই তাঁকে দূরে সরিয়ে দিলেন। আনন্দলোকে **সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়**-এর আত্মজীবনী। এবার **ষষ্ঠ পর্ব**

গত সংখ্যায় পুরোটাই সর্বেন্দ্রকে নিয়ে বলেছিলাম। ওঁর মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান, রাস্তায় মদ খেয়ে সিন ক্রিয়েট করা, ওঁকে নিয়ে টেনশন করে আমার শরীর খারাপ হওয়া এবং সর্বশেষে ওঁর আমাকে প্রতিজ্ঞা করা যে উনি আর কখনও মদ স্পর্শ করবেন না। এই সংখ্যাতেও আমি সর্বেন্দ্রকে নিয়ে বলছি কারণ আমার জীবনের অনেকটা জুড়ে যেমন উত্তমদা ছিলেন, ঠিক ততটাই জুড়ে সর্বেন্দ্রও ছিলেন। শেষ সংখ্যায় বলেছি যে একপ্রকার জোর করেই আমি সর্বেন্দ্রকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। কয়েকদিন ধরেই লক্ষ করছিলাম যে সর্বেন্দ্র মাঝেমধ্যেই চুপ করে বসে থাকতেন। তাঁর মুখে-চোখে এক অসহ্য যন্ত্রণা ফুটে উঠত। জিজ্ঞেস করলে কিছু বলতেন না। কথা এড়িয়ে গিয়ে বলতেন ‘এই তো একটু ক্লান্ত লাগছে।’ কিন্তু আমি ওঁকে দেখে বুঝতে পারতাম যে কোনও এক অসহ্য যন্ত্রণা ওঁকে গ্রাস করেছে। একদিন উনি আমার বাড়িতে বসেই এতটা কাহিল হয়ে পড়লেন যে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আমি তখন ওঁকে আমার মাথার দিব্যি দিয়ে জিজ্ঞেস করি ওঁর শরীরে ঠিক কী অসুবিধে হচ্ছে। তখন সর্বেন্দ্র আমার হাত দুটো চেপে ধরে বলেন, বেশ

কয়েকমাস ধরে ওঁর পেটে অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছে। ধীরে-ধীরে ব্যথাটা গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং শেষে গিয়ে শরীরটা অবশ হয়ে যায়।

প্রতারণার শিকার হন সর্বেন্দ্র

সেই সময় সর্বেন্দ্র শুধু ওঁর শরীরের যন্ত্রণার কথা নয়, ওঁর মনের যন্ত্রণার কথাও শেয়ার করেছিলেন। বলেছিলেন যে তিনি জীবনে একাধিকবার কাছের মানুষ দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন। সেই যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরেই তিনি মদের সাহায্য নেন এবং একটা সময়ের পর মদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। তবে সর্বেন্দ্র এও বলেন যে তিনি অনেকদিন পর্যন্ত বাঁচতে চান। সেই বাঁচার তাগিদেই হোক কিংবা আমার জেদের জেরে সর্বেন্দ্রকে পরেরদিনই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে সক্ষম হই। আমার পরিচিত মেডিসিনের এক খুব বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। ডাক্তারবুর কাছ থেকে জানতে পারি যে অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে সর্বেন্দ্রর লিভার আকারে অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। তবে উনি আশ্বস্ত করেন যে এখন থেকে যদি মদ্যপান একেবারে ছেড়ে দেন, তাহলে সর্বেন্দ্র পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন। আমি বাড়ি ফিরে সর্বেন্দ্রর খাবারের তালিকা তৈরি করে দিই। কী কী খাওয়া যাবে আর কী কী খাওয়া বারণ। সেই দেখে সর্বেন্দ্র আমাকে আলিঙ্গন করে বলেছিলেন, 'আমাকে এত কেউ কখনও ভালবাসেনি।' কথাটা কিন্তু ভুল বলেননি সর্বেন্দ্র। সত্যিই আমি ওঁকে ভীষণ ভালবেসে ফেলেছিলাম। মানসিকভাবে নিজের স্বামীর জায়গায় বসিয়েছিলাম। আমার এই একটা স্বভাব আছে। যদি কাউকে ভালবাসি তাহলে তাঁকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসি। সেখানে কোনও কার্পণ্য করি না।



উত্তমকুমারের সঙ্গে তাঁর জুটি ভোলার নয়



জহর রায় ও ভারতীদেবীর সঙ্গে সাবিত্রী

দ্বিতীয় নারী হয়েই থেকে গেলাম

নিয়ম করে ওষুধ খাওয়ানো, ডায়েট ফলো করে খাবার, সবই চলছিল। আমার কাছে যখন উনি থাকতেন না তখনও বাড়িতে ওঁকে ফোন করে খোঁজ নিতাম ঠিক করে খেয়েছেন কি না। সর্বেন্দ্রর স্ত্রী জানতেন আমরা খুব ভাল বন্ধু। কিন্তু এত নিয়মের মধ্যে থেকেও কাজের কাজ হল না। কারণ মদ্যপান কিছুতেই ছাড়তে পারলেন না তিনি। আড়ালে আগের মতোই মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান করতেন। চিৎকার-চেঁচামেচি, কান্নাকাটি কোনও কিছুই সর্বেন্দ্র আর মদকে আলাদা করতে পারল না। সর্বেন্দ্রর শারীরিক অবস্থা আরও খারাপ হতে

লাগল। এখানকার ডাক্তার বললেন এবার ওঁর অস্ত্রোপচার করাতে হবে। আর সেটার জন্য সেরা ঠিকানা ছিল বম্বে। আমার পরিচিত এক সার্জনের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। সেই সময় তিনিই ছিলেন দেশের সেরা। অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিলাম। কিন্তু সর্বেন্দ্র কিছুতেই বম্বে যেতে চাইলেন না। অনেক কান্নাকাটি-চেঁচামেচির পর অবশেষে একদিন বললেন 'ঠিক আছে, তোমার কথা মেনে নিচ্ছি। আমি বাড়ি গিয়ে বম্বের টিকিট কাটছি।' সেই সময়টা খুব আনন্দ হয়েছিল। কলকাতায় যতই আমার বাড়িতে আসুক না কেন, উনি তো আর আমার একার ছিলেন না। দিনের শেষে উনি ওঁর স্ত্রী-বাচ্চার কাছেই চলে যেতেন। কিন্তু এই ভেবে আনন্দ হচ্ছিল যে বম্বেতে ওঁর চিকিৎসার জন্য যতদিন থাকব, ওঁর সঙ্গে থাকতে পারব। ২৪ ঘণ্টা ওঁর সেবা করতে পারব। আগেই বলেছি আমার বরাবরের ইচ্ছে ছিল গুছিয়ে সংসার করার। তাই বম্বেতে সাময়িক সংসার পাততে পারব আবার সর্বেন্দ্রও সুস্থ হয়ে উঠবেন, এই দুটো ভাবনা আমাকে আনন্দে আত্মহারা করে

> এই ভেবে আনন্দ হচ্ছিল যে বম্বেতে সর্বেন্দ্রর চিকিৎসার জন্য যতদিন থাকব, ওঁর সঙ্গে থাকব। ২৪ ঘণ্টা ওঁর সেবা করতে পারব।

তুলেছিল। উত্তেজনায় নিজের অজান্তেই নেচে উঠছিলাম, লাফাচ্ছিলাম। তাড়াতাড়ি করে লাগেজ গোছাতে শুরু করি। পরেরদিন সর্বেন্দ্র এসে জানালেন দু'দিন পরের টিকিট কাটা হয়েছে। আমি বলি তাতে কী, আমার লাগেজ গোছানো কমপ্লিট। কথাগুলো শুনে সর্বেন্দ্র দেখলাম কেমন নিরাশ হয়ে পড়লেন। তাঁর চোখেমুখে এক অস্বস্তি ধরা পড়ল। কিছুক্ষণের নীরবতা, তারপর উনি যে কথাগুলো বললেন তাতে সেদিন আমার মাথায় প্রায় বজ্রাঘাত হয়েছিল। সর্বেন্দ্র জানান, বম্বেতে উনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না। কারণ অপারেশন করিয়ে সুস্থ হয়ে ফিরতে ওঁর বেশ কিছুদিন সময় লেগে যাবে। আর অতদিন অবধি আমার সঙ্গে থাকলে বাড়ির লোকের সন্দেহ হবে। তাই বম্বেতে উনি আমাকে নন, ওঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন! সেই সময় আমার মনের অবস্থা কী হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। উত্তমদার



'মন্ত্রমুগ্ধ' ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও বাকিদের সঙ্গে সাবিত্রী



বাংলা ছবি 'নল দময়ন্তী'-তে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়



■ 'দুই ভাই' ছবিতে বিশ্বজিৎ ও উত্তমকুমারের সঙ্গে সাবিত্রী

সামনে ওঁর স্ত্রীর আমাকে গালমন্দ করা আর উত্তমদার চুপ করে থাকা, এই ঘটনাটা বেশি কষ্টের নাকি সর্বেন্দ্রর ঘটনাটা বেশি কষ্টের সেই তুলনায় যাচ্ছি না। কিন্তু এই দুটো ঘটনাই আমার মনের মধ্যে এমন এক ক্ষত সৃষ্টি করেছিল, যার মেরামত আজও হয়নি। জানি না এটা বলা উচিত কি না, সেবার সর্বেন্দ্রর সমস্ত চিকিৎসার খরচ কিন্তু আমি দিয়েছিলাম। আমার সেই চেনা সার্জনকে বুক করে আগে থেকে সমস্ত অগ্রিম টাকা ওঁর সেন্টারে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সর্বেন্দ্র অবশ্য সেগুলো ফেরত দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমি নিইনি। এমনিতে সর্বেন্দ্রর মতো মানুষ হয় না, কিন্তু ওই একবার সর্বেন্দ্র আমাকে খুব আঘাত করেছিলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য উপলব্ধি করি যে আমি কে? একজন বাইরের মেয়ে ছাড়া তো আর কেউ নই। স্বামীর এরকম বড় অপারেশনের সময় তাঁর স্ত্রীর পাশে থাকাটাই তো স্বাভাবিক।

সর্বেন্দ্রর মৃত্যুর সময় ওঁকে দেখতে পেলাম না

বম্বেতে সর্বেন্দ্রর অস্ত্রোপচার সফল হয় কিন্তু আমাদের সম্পর্কটা সেই থেকে কেমন খেই হারিয়ে ফেলে। কলকাতায় ফিরে আসার পর সর্বেন্দ্র আমার বাড়িতে যাতায়াত কমিয়ে দেন। উনি নিজেই বলেন যে বম্বেতে আমাকে

সর্বেন্দ্রর সমস্ত চিকিৎসার খরচ কিন্তু আমি দিয়েছিলাম। আমার চেনা সার্জনকে বুক করে আগে থেকে সমস্ত অগ্রিম টাকা ওঁর সেন্টারে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সর্বেন্দ্র অবশ্য সেগুলো ফেরত দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমি নিইনি।

নিয়ে যেতে পারেননি বলে ওঁর নাকি খুব দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু তার সঙ্গে উনি এটাও উপলব্ধি করেছিলেন যে আমার সঙ্গে সম্পর্কটা যতটা টানবেন আমি ততই বেশি কষ্ট পাব। 'আমি জানি আমার তোমাকে বম্বে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমি নিরুপায় ছিলাম। আর প্রথমদিনই তোমাকে বলেছিলাম আমি স্ত্রী-সন্তানকে ছেড়ে কোনওদিনই তোমার কাছে পাকাপাকিভাবে আসতে পারব না। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি যত দিন যাচ্ছে আমরা দু'জনেই একে-অপরের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছি। এটা কমাতে হবে,' সেদিন সর্বেন্দ্রর কথাগুলো যতটা লজিক্যাল ছিল ঠিক ততটাই আমার পক্ষে কষ্টেরও ছিল। হয়তো সর্বেন্দ্র আমার কথা ভেবেই নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু ওঁর প্রতি আমি মানসিকভাবে এতটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলাম যে ওঁকে ছাড়া একা জীবনযাপন করা আমার কাছে অসম্ভব মনে হয়েছিল। খুব কেঁদেছিলাম। সর্বেন্দ্রর সঙ্গে যে নাটকের দলটা করেছিলাম, ওখানে সর্বেন্দ্র অনুপস্থিত হতে লাগলেন। আমাকে বললেন ওঁর রিপ্লেসমেন্ট অভিনেতা খুঁজে নিতে। আর নাটকের শোয়ের জন্য বাড়ির বাইরে রাত কাটানোও নাকি ওঁর পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। ধীরে-ধীরে যে মানুষটা আমার নিত্যদিনের সঙ্গী ছিলেন তিনি-ই এতটা দূরে সরে গেলেন যে আমাদের মধ্যে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অনেকদিন পর খবর পেলাম সর্বেন্দ্রর শারীরিক অবস্থার আবার অবনতি হয়েছে। দেখুন, যোগাযোগ না থাকলেও সর্বেন্দ্রর প্রতি টান তো ছিলই। তাই ওঁর শরীরের কথা শুনে খুবই টেনশন হচ্ছিল আর কোনওকিছু না ভেবেই আমি একদিন আমি...

ক্রমশ...



১



৩

বর্ষার আগমন মানেই মনে একটা খুশি-খুশি ভাব। সেই খুশির রেশ সেলেব্রিটিদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। আর তাঁদের সেলিব্রেশনে অংশ নিল আনন্দলোক

২



৪





৫



৬



১ জগন্নাথ দেবের পুজোর মাঝে শুভশ্রী-রাজের সেলফি

২ বাংলা ছবি 'মৃগয়া'র বিশেষ প্রদর্শনীতে এসে ক্যামেরার সামনে হাসিমুখে পোজ় দিলেন সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়

৩ একটি ফ্যাশন ব্র্যান্ডের অনুষ্ঠানে রবীনা টন্ডনের সঙ্গে নেহা ধুপিয়া

৪ একটি অনুষ্ঠানে একান্ত আড্ডায় মাতলেন রূপম, রূপসা এবং দেবাদিত্য

৫ লন্ডনে 'প্রজাপতি ২'-এর শুটিংয়ে দেব, অভিজিৎ সেন এবং মিঠুন চক্রবর্তী

৬ নতুন বাংলা ছবি 'ডিয়ার মা'র ট্রেলার লঞ্চে তিন খুদে শিল্পী নন্দিতা, অদ্বিতীয়া এবং অনন্যা

৭ একই অনুষ্ঠানে ক্যামেরার সামনে পোজ় জয়া আহসানের

৮ মুম্বইতে নতুন হিন্দি ছবি 'আঁখো কি গুস্তাখিয়াঁ'-এর প্রচারে বিক্রান্ত ম্যাসে ও শনয়া কপূর

৯ দিল্লিতে 'সিতারে জ়মিন পর'-এর বিশেষ প্রদর্শনীতে উপস্থিত আমির খান

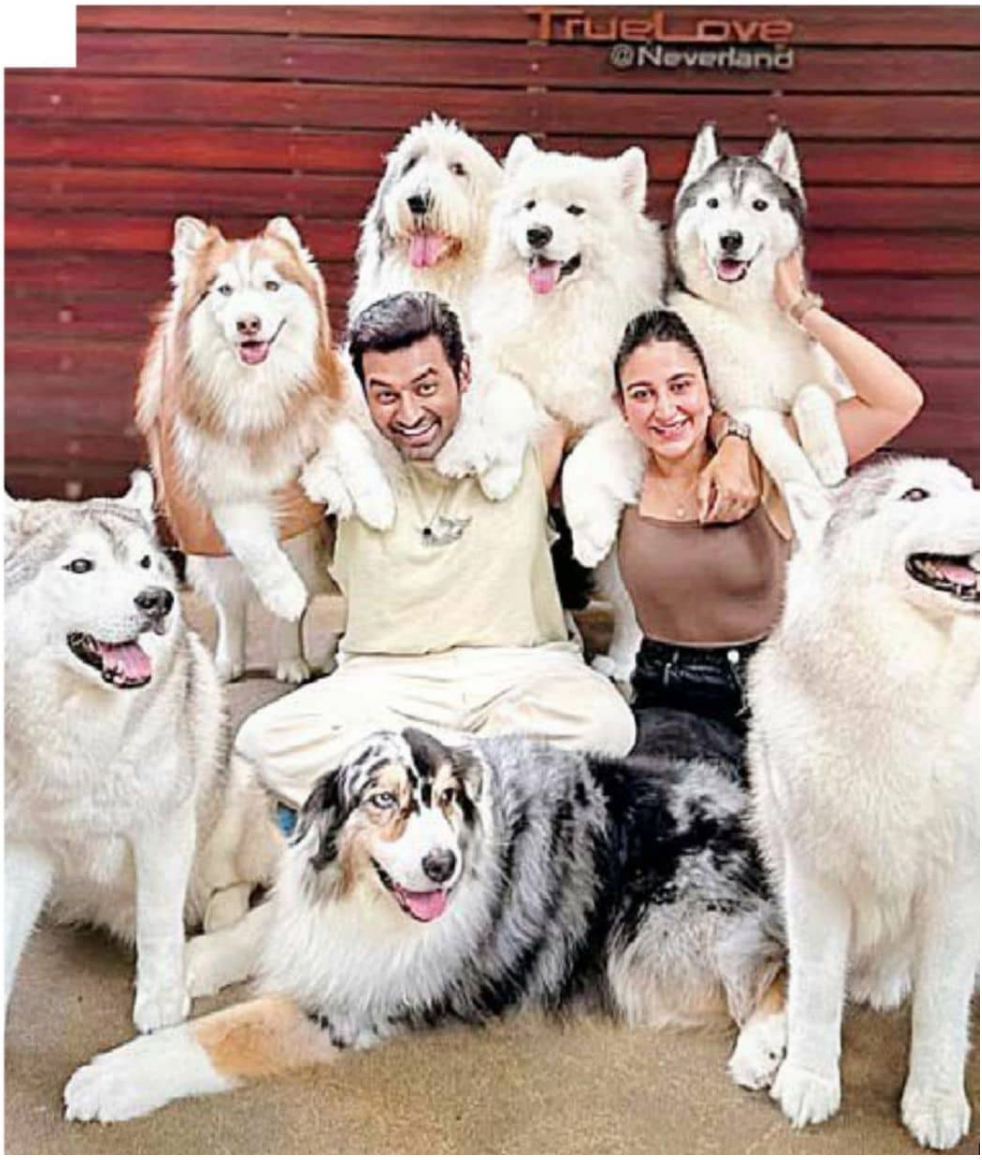


১০





৯





১০ ‘ মেট্রো ইন দিনো’র প্রিমিয়ারে অনুরাগ বসুর সঙ্গে ছবি তুললেন সৌরভ দাস ও দর্শনা বণিক

১১ ছুটিতে গিয়ে একাধিক পোষ্যর সঙ্গে ফোটোশুট অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলার

১২ মুম্বইতে ‘উমরাও জান’-এর রি-রিলিজ় অনুষ্ঠানে তব্বুর সঙ্গে রেখা

১৩ ‘ম্যাডাম সেনগুপ্ত’র প্রিমিয়ারে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও অনন্যা চট্টোপাধ্যায়



১৪ ‘সাধক বামাক্ষ্যাপা’র শুভ মহরত অনুষ্ঠানে সব্যসাচী চৌধুরীর সঙ্গে সায়ন্তন ঘোষাল

১৫ উত্তর প্রদেশে একটি গয়নার দোকানের উদ্বোধনে উপস্থিত অজয় দেবগন

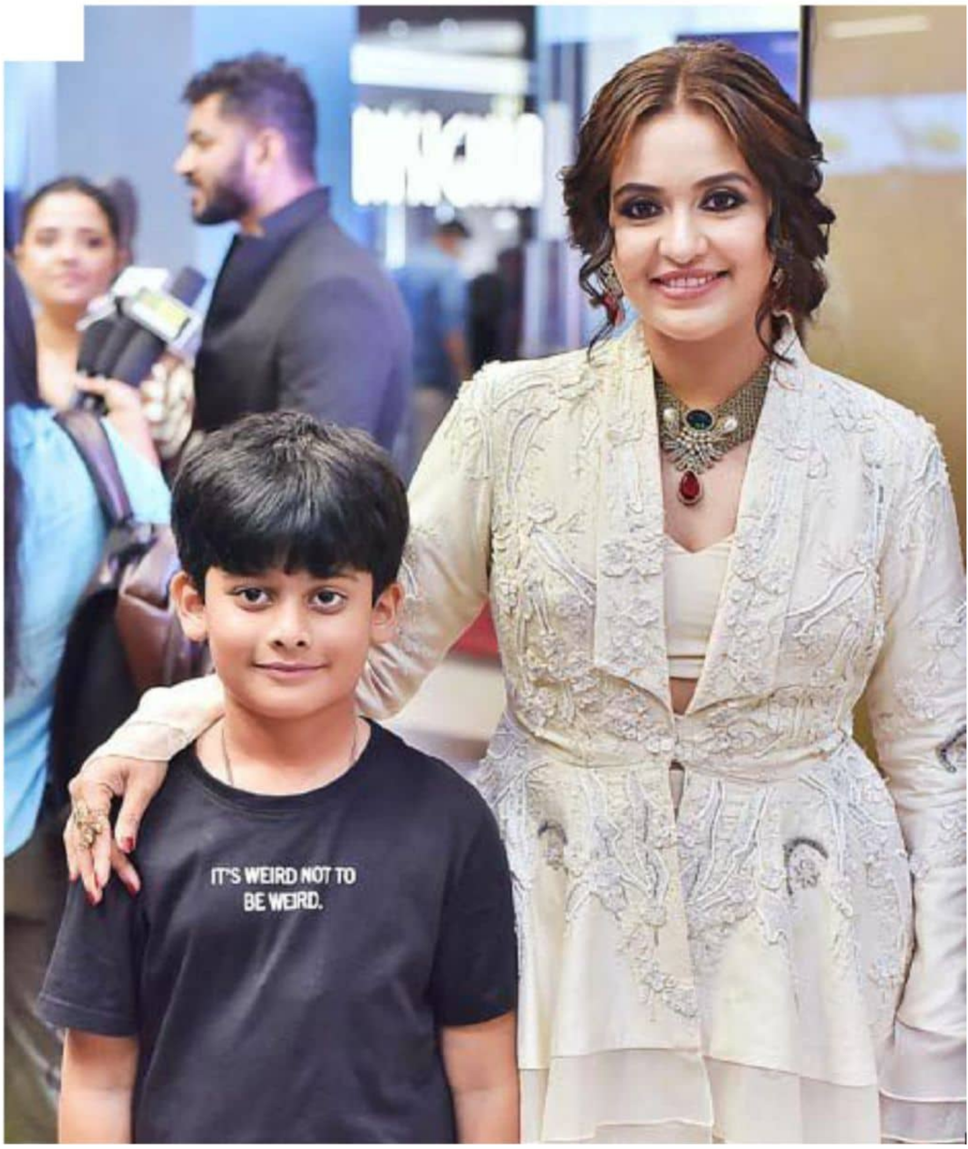
১৬ এক খুদে অভিনেতার সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানে প্রিয়াঙ্কা সরকার

১৪

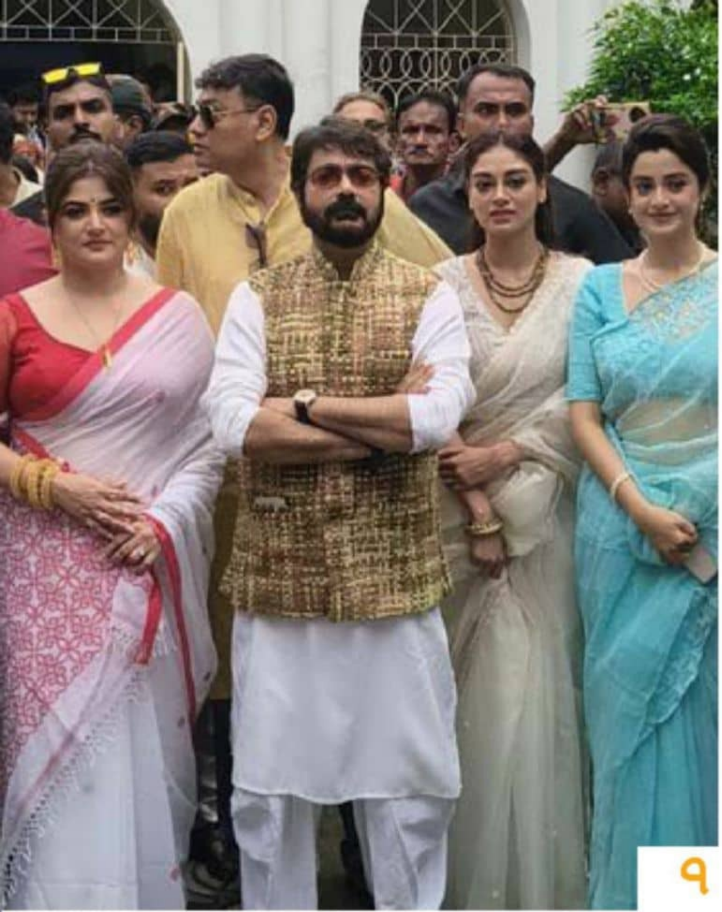


১৫





ছবিগুলো তুলেছেন
প্রবীর মিত্র: ১৩
অনির্বাণ সাহা: ২,৪,৬,৭
বাপ্পাদিত্য কুণ্ডু: ১৬, ১৯



৭



১৭

১৮

১৯



সাক্ষাতে

আমার নতুন ছবি মানুষকে আর একটু বেশি

প্র আর কিছুদিন পরেই, ১৮ জুলাই মুক্তি পাচ্ছে, ‘ডিয়ার মা’। ১০ বছর পরে আপনি বাংলা ছবি পরিচালনায় ফিরলেন। এতদিন সময় নিলেন কেন?

আসলে কিছু ছবি বা গল্প ভাবার সময় ভেতর থেকে আওয়াজ আসে, এই ছবিটা হিন্দিতে করা উচিত বা বাংলায়। আমি এতদিন বাংলায় কাজ করার মতো সেরকম স্ক্রিপ্ট বা কনসেপ্ট পাইনি। তাই একটু সময় লেগে গেল।

প্র ‘ডিয়ার মা’-এর কনসেপ্টটা পেলেন কীভাবে?

আমি এখনও পর্যন্ত যা যা ছবি করেছি, তার ক’টিই কিছু না কিছু সামাজিক বার্তা দেয়। বিনোদনের মোড়কে। ‘ডিয়ার মা’র ঘটনাটা বলেছিল আমার এক পরিচিত। এক ভদ্রমহিলার গল্প, সিঙ্গল মাদার। কিন্তু তাঁর মেয়ে যখন জানতে পেরেছে, তার ব্লাড মাদার তিনি নন, তখন কীভাবে পরিবর্তন আসে, তাই নিয়েই... আমি আর একজন সাহিত্যিক, শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য একসঙ্গে মিলে লিখেছি চিত্রনাট্যটা। এবং লেখার পরে দেখলাম, বিষয়টা ভীষণ প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। যাই হোক না কেন, আমাদের এই গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে ভালবাসা। এবং এর অভিঘাত শুধু বাংলা নয়, গোটা বিশ্বের মানুষকে ছুঁয়ে যাবে। রক্তের সম্পর্ক নাকি বুকের টান, এই কথাটা তো বিশ্বের সব ধরনের মানুষের কাছেই সত্যি। আবেগময়তা সৃষ্টি করে।

প্র যদি বিশ্বের সকলের কাছেই সত্যি হয়, তা হলে ছবিটা হিন্দিতে না বানিয়ে বাংলায় বানালেন কেন? অস্বীকার করার তো উপায় নেই যে, জাতীয় স্তরে দর্শক অনেক বেশি!

ওই যে বললাম, কিছু গল্প মাথায় আসার পরে মনে হয়, এই ছবিটা বাংলায় করতেই হবে... ‘ডিয়ার মা’ তেমনই একটা ছবি। অস্বীকার করব না, ছবিটা হিন্দিতে করার অফার



টলি ক্লাবে নিজের সঙ্গে

বিজ্ঞাপনের ছবি হোক বা ওটিটি... যে কোনও কাজকেই বড় পর্দার স্বপ্ন নিয়ে বানান **অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী**। প্রবল লোভ থেকে তিনি ‘ডিয়ার মা’ ছবিটিকে আনছেন বড় পর্দায়। ১০ বছর পরে বাংলা সিনেমায় ফিরছেন তিনি। তাই সব কিছু নিয়ে মন খুলে কথা বললেন পরিচালক। শুনলেন **সায়ক বসু**

পেয়েছিলাম আমি। অনেক বেশি বাজেট পেতাম। কিন্তু গল্পটা আমি কনসিভ করেছি বাংলায়। এর প্রেক্ষিতটা ভীষণ বাঙালি। তবে সিনেমার ল্যাঙ্গোয়েজটা বাঙালি নয়। আমরা তো মুঠোফোনে বা টিভিতে বিশ্বের যে কোনও প্রান্তের কাজ এখন দেখতে পারি, বুঝতে অসুবিধে হয় কি? খুব অনেস্টির জায়গা থেকে ছবিটা বাংলায় তৈরি করছি।

প্র শেষ কয়েকটা কাজ আপনি ওটিটি-তে করেছেন। এক্ষুনি বললেন, ওটিটির জনপ্রিয়তার কথা। তা হলে বড় পর্দায় ছবিটা করলেন কেন? এখন তো খুব বলা হচ্ছে, যে সিনেমা হলে টিকিট সেভাবে বিক্রি হয় না। তাছাড়া পুরনো ছবিকে আবার রিরিলিজ় করা হচ্ছে...

বড় পর্দার লোভ থেকে কাজটা করেছি। অসম্ভব লোভ... দেখুন, যে যাই বলুক আর বড় পর্দার ব্যবসা যাই হোক না কেন, পরিচালকদের বড় পর্দায়, বেশি দর্শকের জন্য গল্প বলার খিদে থাকবেই। আমি সেইভাবেই ভাবি। বড় করে।

প্র আপনি যখন ওটিটিতে কাজ করেন, বা বিজ্ঞাপন করেন... তখনও ভাবনাটা একই থাকে?

একেবারে একই থাকে। আমার ভাবনাচিন্তার পরিবর্তন হয় ছবি তৈরির ক্ষেত্রে। আমি বড় পর্দা ভেবেই কাজ করি সবসময়। যে গল্পটা বলতে, যে লেন্সিং দরকার... সেটা ভেবে। নয়তো বিজ্ঞাপন তৈরি করলেও ভাবি, বড় পর্দায় ব্যাপারটা কেমন দেখতে লাগবে।

প্র ‘অন্তহীন’ থেকে ‘অনুরণন’ বা ‘ডিয়ার মা’... আপনার ছবিতে মায়ের বিভিন্ন চরিত্র ফিরে ফিরে আসে। সেই বিভিন্ন মায়েদের চরিত্রে আপনার ব্যক্তিগত চেনা-বৃত্তের মানুষজনের ছায়া পড়ে?

সত্যি বলতে কী, চরিত্রটা অনুভব করতে



ভালবাসতে শেখাবে: অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী



ফোটো: দেবস্মিতা ভট্টাচার্য

না পারলে তো আমি লিখতে পারি না। সেখানে আমার চেনা চরিত্রগুলোই চলে আসে। আমার জীবনও চলে আসে। এই ছবিতে কীভাবে এসেছে, সেটা আমি এখন বলব না। কিন্তু আমি নিজের জীবন এবং মানুষজনদেরই চিত্রনাট্যে একটা ভিন্ন মাত্রা দিই। 'অন্তহীন'-এর সময় তো একটা মেয়ের সঙ্গে আমি নিয়মিত চ্যাট করতাম ইমেলে। পরে তার সঙ্গে দেখা করতে আমি লন্ডন পর্যন্ত চলে গিয়েছিলাম। সেই ছায়া এসেছে ছবিতে। 'বুনোহাঁস' উপন্যাসটা আমাকে টেনেছিল কারণ আমি নিজেও একান্নবর্তী পরিবারে বড় হয়েছি এবং অদ্ভুতভাবে একটা চক্রে জড়িয়ে পড়তে পারতাম। সেটা সামান্য লোভের জন্যই। যাই হোক, সেখান থেকে 'বুনোহাঁস' গল্পটা খুব কাছের মনে হয়েছিল। আর 'মা'দের কথা বলছেন? সে



জয়া আহসান ও অনুভা ফতেপুরার সঙ্গে

তো আমার মা, মাসি, পিসি এবং অন্যান্য চেনা মহিলারা আছেনই। তাঁরাই ফিরে আসেন।

প্র **আপনি যখন বাংলায় ছবি করছেন, মানে 'অন্তহীন', 'অনুরণন', 'অপরাজিতা তুমি' বা 'ডিয়ার মা', সেখানে সম্পর্কের গল্প ফিরে আসে। কিন্তু হিন্দিতে 'পিঙ্ক', 'কড়ক সিংহ' বা 'লস্ট' অনেক বেশি ডার্ক, থ্রিল আছে। আপনি কি বাঙালি দর্শকের জন্য সচেতনভাবে এমন গল্পই বাছেন?**

আপনি সচেতনভাবে 'বুনোহাঁস'-এর কথা এড়িয়ে গেলেন (হাসি)। না, এমনভাবে আমি গল্প বাছি না। 'অন্তহীন'-এ কিন্তু একটা সেন্স অফ থ্রিল ছিল। 'পিঙ্ক'-এ থ্রিল থাকলেও, সম্পর্কের

গল্পও ছিল। আমি সত্যিই এভাবে খুব একটা ভাবি না। স্বাভাবিকভাবে যেটুকু আসার, তা আসে। আমি কিন্তু বাংলায় অ্যাকশন থ্রিলার করতে চাই। সেই সুযোগ এলেই করব।

প্র আপনি যখন প্রাথমিকভাবে ছবি ভাবেন, তখন কার কথা ভাবেন? নিজের, না দর্শকদের?

অবশ্যই নিজের। আমি যদি নিজে বিশ্বাস করতে না পারি, তা হলে আপনাকে করাব কী করে?

প্র ঠিকই, কিন্তু যেখানে নিজের জীবনের ছবি চিত্রনাট্যে এসে পড়ছে, সেখানে তো সবই বিশ্বাস হবে! নির্লিপ্ত থাকা কি সম্ভব?

নিশ্চয়ই সম্ভব। ছবি বানানোও সম্ভব। দেখুন, প্রাথমিক বিষয়টা হল, আপনি কাউকে ঠকাচ্ছেন কি না। সেটা তো করছেন না। নিছক আনন্দ দেওয়ার জন্য ছবি করছেন। সেটা যদি হৃদয় থেকে করেন, তা হলে মানুষের ভাল লাগবে। গিমিকের সাহায্য নিলে নিজেই ঠকে যাবেন। 'ডিয়ার মা' সেই হৃদয়ের অতল থেকে বানানো ছবি। দেখবেন, ভাল লাগবে।

প্র সমালোচকদের প্রশংসা নাকি বক্স অফিসে সাফল্য?

বক্স অফিসে গিয়ে যখন দেখি, হাউজ়ফুল বোর্ড ঝুলছে, তখন তার যে তৃপ্তিটা হয়, তার সঙ্গে কিছুর তুলনা হয় না। দেখুন, আমার সব দরকার নেই। আমি খুব মিডিওকার একজন মানুষ। আমার নিজস্ব টার্গেট আছে, নিজস্ব দর্শক আছে। তারা খুশি হলেই আমি খুশি।

প্র 'ডিয়ার মা' নিয়ে মানুষের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা?

অ্যাডপশন শুধু একটা বাচ্চার হয় না। গাছ, প্রাণী থেকে শুরু করে মানুষের সুবিধে অসুবিধেও অ্যাডপ্ট করা যায়। মানুষ কেন করে না? কারণ সে এখন একটু কম ভালবাসছে। আমি আশা করি, এই ছবি দেখার পরে মানুষ আরও ভালবাসতে শিখবে। বুঝবে নিজের মনটাকে।

প্র এখন ফেডারেশনের সঙ্গে পরিচালকদের যে ঝামেলা চলছে, সেটা নিশ্চয়ই জানেন আপনি। আপনি যে সুবিধে অসুবিধে অ্যাডপ্ট করার কথা বললেন, সেটা হলে সমস্যা মিটে যায়। পরিচালক বন্ধুদের সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলেছেন আপনি?

কথা আমি অনেকের সঙ্গেই বলেছি। আমি এটা বিশ্বাস করি, মানুষ কখনও একা বাঁচতে পারে না। আমি শুনেছি এখানে ফেডারেশন কীভাবে টেকনিশিয়নদের কাজের নিয়ম করে দিয়েছে। কিন্তু পরিচালকরাও যা বলছেন, সেটা শোনা দরকার। সেটা নিজেদের মধ্যে আলোচনাতেই মিটবে। কাউকে কোণঠাসা করে কার্যসিদ্ধি হবে না। যেহেতু আমি বেশিরভাগ সময়ে মুম্বইতে থাকি, তাই এখানে হয়তো সক্রিয়ভাবে থাকতে পারি না, কিন্তু তা বলে কিছু জানি না, এটা নয়। আশা করছি সমস্যা তাড়াতাড়ি মিটে যাবে।



■ 'ডিয়ার মা'-এর প্রচারে জয়ার সঙ্গে



■ 'অন্তহীন' ছবিতে শর্মিলা ঠাকুর ও অপর্ণা সেন

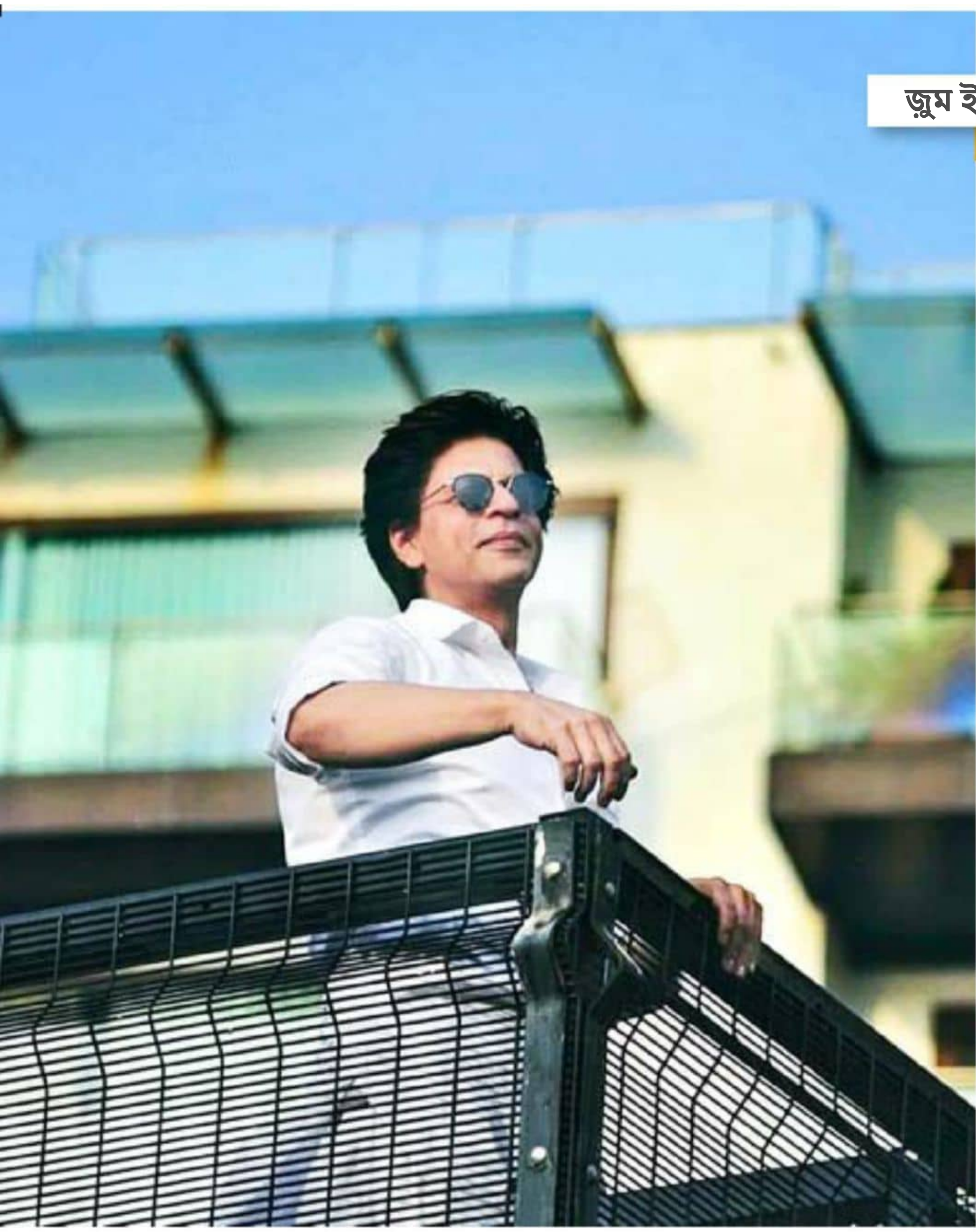


■ 'ডিয়ার মা'-এর শুটিংয়ে ধৃতিমান, অনুভা, সোনালী ও অনিরুদ্ধ

সঙ্কটে মন্নত!

বেআইনি নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত শাহরুখ খানের সাধের **মন্নত**! কেলেঙ্কারির ছায়া কিং খানের প্রাসাদে। দশ বছর আগের মতো আবারও কি মন্নতের উপর চোখ পড়ল বৃহন্মুম্বই পৌরসংস্থার? নেপথ্যে কী কারণ? লিখছেন

সাগরিকা চক্রবর্ত্তী



জন্মদিনে 'মন্নত'-এর বাইরে শাহরুখ (উপরে), বাইরে থেকে 'মন্নত'-এর সম্পূর্ণ ছবি (নীচে)



বর্তমানে পরিবার নিয়ে পালি হিলের মাত্র ১৫,০০০ বর্গফুটের একটি চার তলা বাড়িতে রয়েছেন শাহরুখ। 'মাত্র' বলার একমাত্র কারণ, শাহরুখ খানের সাধের বাড়ি 'মন্নত'-এর ২৭,০০০ বর্গফুটের কাছে এই প্রপার্টি কিছুই না। দু'মাস আগে জানা যায়, হঠাৎ করেই 'মন্নত' ছাড়ছেন শাহরুখ খান। পরিবার এবং নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে আপাতত তাঁর ঠিকানা পালি হিলের ওই বাড়ি। মাসিক ২৪ লক্ষ টাকা ভাড়া দিচ্ছেন তিনি। 'মন্নত'-এর সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছেন কিং খান। কিন্তু এই সংস্কার শুরু হতেই, মহারাষ্ট্র সরকারের চোখ তাঁর রাজপ্রাসাদের দিকে পড়েছে। অভিযোগ উঠেছে বেআইনি নির্মাণের। এর আগেও একাধিক বার শাহরুখ খানের এই উপকূলীয় সম্পত্তি নিয়ে টানাপড়েন চলেছে। যদিও সমস্ত অভিযোগকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, বট বৃক্ষের মতো 'মন্নত'কে আঁকড়েছিলেন কিং খান। কিন্তু এবার?

জনমানবহীন

সকাল থেকে বিকেল, এমনকি মধ্যরাত পর্যন্ত রীতিমতো মেলা বসে শাহরুখের সমুদ্রমুখী রাজপ্রাসাদ 'মন্নত'-এ। দেশের নানা প্রান্ত থেকে অনুরাগীদের আনাগোনা লেগেই রয়েছে। তাই বিগত দু'মাস ধরে মুখ ভার সকলের। বাড়ির আশেপাশে যারা ছোটখাটো ব্যবসা খুলেছিলেন, যেমন কেউ

খাবারের দোকান, কেউ ঠান্ডা পানীয়র... তাদের বাজারও খারাপ। কারণ শাহরুখ খান আর এখানে থাকেন না। 'মন্নত'-এর সংস্কারের কাজ সম্পন্ন হলে হয়তো আবারও আগের মতো লাভের মুখ দেখবে এই সংলগ্ন দোকানগুলো। কিন্তু এখন 'দিল্লি অনেক দূর!'

শাহরুখের মালিকানা

সকলের প্রিয় 'মন্নত'কে বছর সাতেক আগে সম্পূর্ণ নিজের করে পেতে চেয়েছিলেন শাহরুখ এবং গৌরী খান। সে কারণেই সরকারের থেকে লিজ় নেওয়া এই হেরিটেজ প্রপার্টি সম্পূর্ণ নিজের নামে করে নেন তাঁরা। প্রতি মাসে ভাড়া দেওয়ার বদলে, ২৫ কোটির বিনিময়ে 'মন্নত'এর জমি নিজের করে নেন শাহরুখ। পরে আবার সেই হিসেবে গড়মিল দেখা দেয়। জানা যায়, প্রায় ন'কোটি টাকা বেশি দিয়েছিলেন তিনি। তাই বাকি টাকা ফেরতও পান শাখরুখ এবং গৌরী। ঠিক সেই সময়ই অভিযোগ ওঠে, লিজ়ে নেওয়া এই সম্পত্তিতে একাধিক বেআইনি নির্মাণ করেছেন শাহরুখ খান, যা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু তখন সরকারের

> ২০০৫-এ মন্নতের জমিটি লিজ়ে নিয়ে, ভিতরে ১২ টি আলাদা ফ্ল্যাট করার অনুমতি নিয়েছিলেন শাহরুখ। কিন্তু পরবর্তীতে সব ফ্ল্যাটগুলি সংযুক্ত করে, একটি প্রাসাদসম বাড়ি গড়ে তোলেন তিনি। কিন্তু কেন?



২০০৫ সালে ভাঙা হয়েছিল 'মন্নত' সংলগ্ন রাস্তা





ভেঙে ফেলার আগে ওই রাস্তাতেই ছেলের সঙ্গে ফুটবল খেলছেন শাহরুখ

পক্ষ থেকে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আরও এক অভিযোগ , তাঁরা যে পরিমাণ অর্থ লিজ় নেওয়া সম্পত্তিকে নিজের মালিকানায় আনতে সরকারকে দিয়েছেন, তার চেয়ে 'মন্নত'এর বাজারমূল্য বহুগুণ বেশি।

পুরনো অভিযোগ

'মন্নত'কে নিজের মালিকানায় করার জন্য শাহরুখ এবং গৌরীকে বিশেষ কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। তবে এটা ঠিক, একাধিক বার বৃহন্মুম্বই পৌরসংস্থার চোখে পড়েছে 'মন্নত'। বছরদশেক আগে এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপও নেয় সরকার। ২০১৫ সালে অভিযোগ ওঠে, 'মন্নত'এর পাশের রাস্তাটি সম্পূর্ণভাবে নিজের দখলে করে নিয়েছিলেন শাহরুখ। সেখানে তাঁর ভ্যানিটি ভ্যান রাখা হত। 'মন্নত'এর বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা হত পাশের একফালি রাস্তা।



বাড়ির ভিতর সপরিবারে ফোটোশুট শাহরুখের



শাহরুখের 'মন্নত'-এ একনাথ শিন্ডে এবং অন্যান্যরা

শাহরুখও নিজের মতো করে সাজিয়ে তুলেছিলেন বাড়ি সংলগ্ন ওই সরু রাস্তাটিকে। সরকারের নজরে পড়তেই, মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে ফেলা হয় অধিক সজ্জিত রাস্তাটি। দাবি করা হয়েছিল, সরকারি রাস্তাকে বেআইনিভাবে নিজের কাজে ব্যবহার করছেন অভিনেতা এবং তাঁর পরিবার। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে কোনও যথাযথ প্রমাণ দেখাতে পারেননি শাহরুখ। তবে খুব বেশি ক্ষতি হয়নি তাঁর।

কিন্তু এবার নাকি 'মন্নত'এর মেরামতির আগে বৃহন্মুম্বই পৌরসংস্থার কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন গৌরী। গৌরীর দাবি ছিল, সরকারের অনুমতি ছাড়া 'মন্নত'-এর একটা ইঁটও তিনি সরাবেন না। সেই মতোই অনুমতি পাওয়ার পর বাড়ি ছাড়েন তাঁরা। তারপরই সেখানে হাজির হয় বৃহন্মুম্বই পৌরসংস্থার লোক এবং বনদপ্তরের একটি টিম। তাদের কাছে খবর গিয়েছিল, 'মন্নত'-এর অন্দরে বেআইনি কাজ হচ্ছে আবারও। অভিযোগ করেছেন সন্তোষ দাউন্দকার নামে এক সমাজকর্মী এবং আইপিএস ওয়াই. পি. সিংহ। তাঁদের অভিযোগ, ২০০৫ সালে 'মন্নত'-এর জমিটি লিজ়ে নিয়ে, ভিতরে ১২ টি আলাদা ফ্ল্যাট করার অনুমতি নিয়েছিলেন শাহরুখ। কিন্তু পরবর্তীতে সব ফ্ল্যাটগুলি সংযুক্ত করে, একটি প্রাসাদসম বাড়ি গড়ে তোলেন তিনি,



'মন্নত'-এর ব্যালকনিতে সুহানা

যা নগরোন্নয়ন আইনের বাইরে। তাঁদের দাবি, যদি সত্যিই তা আইনবিরুদ্ধ হয়, তাহলে যথাযথ সংস্কারের মাধ্যমে আইনি কাঠামোর আওতায় আনতে হবে 'মন্নত'কে।

শেষ কোথায়?

এই অভিযোগ নিয়ে এখনও মুখ খোলেননি শাহরুখ বা তাঁর টিমের কেউ। খারিজ করে দেওয়ার মতো ব্যাপার হলে, এত দেরি কেন? তবে 'মন্নত' সংস্কারের নেপথ্যে যে নিয়মবিরুদ্ধ কাজ চলছে, তা মেনে নিতে নারাজ শাহরুখ। আপ্ত সহায়ক পূজা দদলানি মারফত তিনি জানিয়েছেন, "এসব বাজে কথা। নিয়ম মেনেই সব কাজ হচ্ছে। অনুমতিপত্রও রয়েছে।" তাঁরা নিজেদের কথা জানালেও, ইতিমধ্যেই বনদপ্তর এবং বৃহন্মুম্বই পৌরসংস্থার লোক এসে সমীক্ষা করে গিয়েছে। খুব শীঘ্রই তারা রিপোর্ট দেবে। তবে পুরনো নির্মাণ নিয়ে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা, তা সম্পূর্ণ ধোঁয়াশা রয়েছে এখনও।

প্রজাপত

প্রজাপতিকে থিম বানিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সাজে নিজেকে সাজিয়ে স্টাইলোমিটারের পারদ চড়িয়েছেন **ওয়ামিকা গাব্বি**। দেখলেন **অংশুমিত্রা দত্ত**





য়ে নমঃ

প্রথম ‘সোলো লিড’ বলে কথা! ওয়ামিকা গাব্বি সেই ছবির প্রচারে কসুর করেন নাকি! ‘ভুল চুক মাফ’ ছবির গল্পের একটি বড় অংশ বিয়ে। তার উপর প্রথম সোলো লিড ছবি বলে ওয়ামিকার মনেও উড়ন্ত প্রজাপতি। তাই প্রজাপতিকেই নিজের সাজের ‘থিম’ হিসেবে বেছে নিয়েছেন এই অভিনেত্রী। আর হবে না-ই বা কেন, তিনি তো নিজের নামই রেখেছেন ‘প্রেমিকা’! শুধু নিজের ফ্যানদের জন্য।



দুধ সাদা লেহেঙ্গার উপর গোলাপি, হলুদ দিয়ে প্রজাপতির মোটিফেই শেষ নয়। ওয়ামিকার ইয়ারিংসে রয়েছে প্রজাপতিরা, চক্রাকারে। কচি কলাপাতা রঙের অরগ্যানজ়া শাড়ির পাড়ে মাল্টিকালারড ফুলের বাগান নকশা করা। আর কানে প্রজাপতি আকারের এমবেলিশড ইয়ারিংস। আঙুলেও ভিনরঙা দুই প্রজাপতি আংটি। সেই সঙ্গে বিনুনি ঢাকা পড়েছে প্রজাপতি ক্লিপে।





বাটারফ্লাই এমব্রয়ডারি করা করসেটের সঙ্গে অ্যাটাচড প্লিটেড শাড়ি। তার উপর করসেটের এমব্রয়ডারির সঙ্গে ম্যাচ করা জ্যাকেট পরেছেন ওয়ামিকা। কানে, আঙুলে শুধুই প্রজাপতি। করসেট যেমন আঁটোসাঁটো, শিফনের এমব্রয়ডারি করা জ্যাকেটটি ততটাই ফ্লোয়ি। সেই সঙ্গে তিনি চুল বেঁধেছেন নিট বান করে। সাদা প্লিটেড শাড়ির উপর হেভি এমব্রয়ডারি করা করসেট লুকটিকে ব্যালেন্স করেছে।

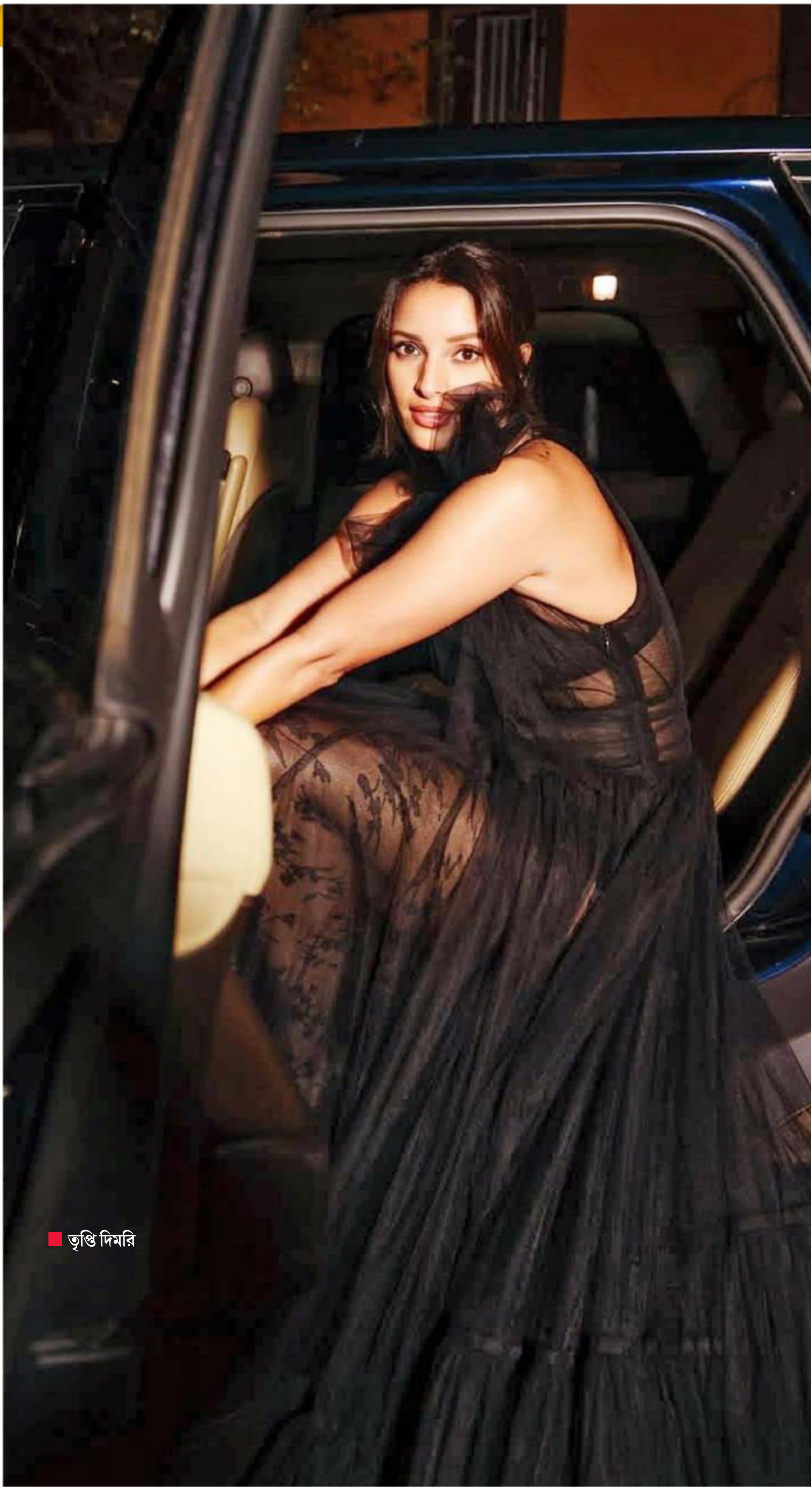


ওয়ামিকা যেমন হাসিখুশি মেজাজের, সেই মেজাজই প্রকাশিত তাঁর সব লুকে। লো-কাট মেরুন করসেটের নীচে তিনি পরেছেন ফ্লোয়ি ফ্লেয়ার্ড স্কার্ট। যার জমিজুড়ে বড় বাটারফ্লাই মোটিফ। অ্যাকসেসরি বলতে কানের ছোট্ট সবুজরঙা প্রজাপতি। ছিমছাম সাজে তিনি প্রলেপ দিয়েছেন গ্ল্যামারাস পোশাকটিতে। তিনি চেয়েছেন, ওয়ামিকায় নয়, দর্শকের নজর থাকুক প্রজাপতিতে।



প্রেমের মরশুম

প্রেম করছেন তৃপ্তি দিমরি। সেই জল্পনায় এবার সিলমোহর পড়ল বলে। তাঁর মনের মানুষ কে? প্রেমের বাতাস এখন বইছে গোয়ার সমুদ্রতটে। অনেক দিন ধরেই গুঞ্জন, হোটেল ব্যবসায়ী স্যাম মার্চেন্টের সঙ্গে প্রেম করছেন তিনি। মুম্বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় একসঙ্গে দেখা গিয়েছে তাঁদের। জানা গিয়েছে, এর আগে ফিনল্যান্ডেও একসঙ্গে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন তাঁরা। এরপর স্যামের জন্মদিনে সমাজ মাধ্যমে তৃপ্তির শুভেচ্ছাবার্তা দেখে, অনুরাগীদের সন্দেহ বাড়ে। প্রায়ই শহরের আনাচে কানাচে দেখা মিলত দু'জনের। দু'জনেই প্রায় একই ছবি পোস্ট করতেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। এবার গোয়ায় সব জল্পনার অবসান হল।



তৃপ্তি দিমরি

দূরত্বের কারণ?

শুরু হল 'ওয়ার টু' ছবির প্রচারপর্ব। কিন্তু কোনওভাবেই একসঙ্গে এই ছবির প্রচার করবেন না জুনিয়র এনটিআর ও ঋত্বিক রোশন। কারণটা অবশ্য বেশ অন্যরকম। বরাবরই যশরাজ ফিল্মস ছবির প্রচার নিয়ে অন্যরকম পদক্ষেপ নেয়। এবারও তার অন্যথা হল না। 'ওয়ার টু'র মূল গল্প জুনিয়র এনটিআর এবং হৃত্বিকের যুদ্ধ, সংঘর্ষ নিয়েই। তাই সেই আবহটা যাতে কোনওভাবেই নষ্ট না হয়ে যায়, তাই এক সঙ্গে কোনও প্রচারে অংশগ্রহণ করবেন না তাঁরা। তবে আলাদাভাবে ছবির প্রচার করবেন দু'জনেই। একসঙ্গে শুধুমাত্র ছবির পর্দায় দেখা যাবে এই জুটিকে।

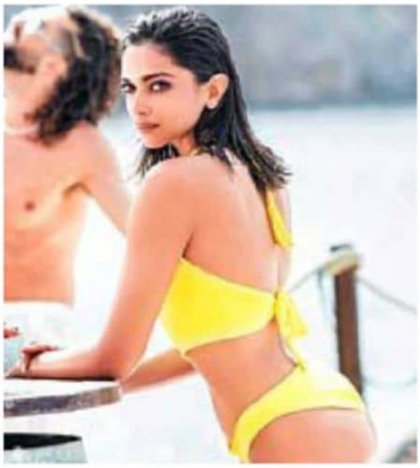


■ জুনিয়র এনটিআর এবং ঋত্বিক রোশন

অকালপ্রয়াণ!

মাত্র ৪২ বছরে পরলোক গমন করলেন শেফালি জ়রিওয়ালা। সকলে তাকে চেনে 'কাঁটা লগা গার্ল' বলেই। কিন্তু অকালমৃত্যুর কারণ অনেকের কাছেই বিস্ময়ের। মূলত হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। কিন্তু এর পাশাপাশি উঠে আসে আর একটি তথ্য। শেফালি নাকি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে, অ্যান্টি এজিং ড্রাগ নিতেন। প্রতিদিনের মতো ওই দিন সন্ধেতেও তিনি ওষুধ খান এবং ইঞ্জেকশন নেন। আর তারপরেই তাঁর অবস্থার অবনতি হতে থাকে। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও, বাঁচানো যায়নি। সে দিন নাকি উপোসও করেছিলেন শেফালি। সকলের অনুমান, ওষুধের বিষক্রিয়াতেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

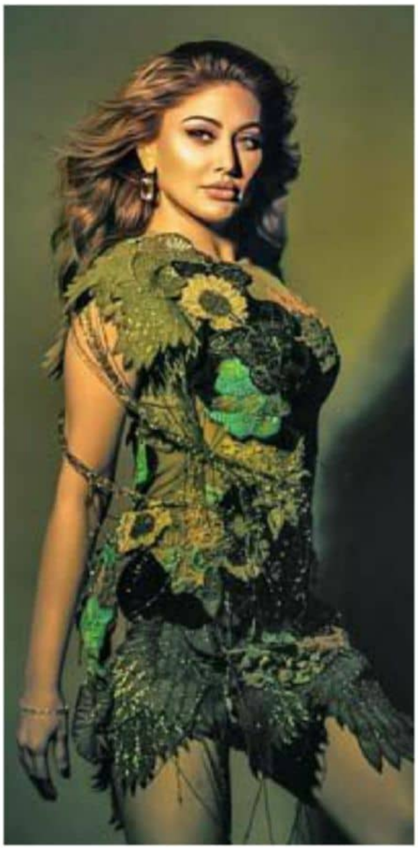
■ শেফালি জ়রিওয়ালা



■ দীপিকা পাডুকোন

দীপিকার সাফল্য

যেখানে স্থান পেতে অপেক্ষা করে থাকেন হলিউডের তাবড়-তাবড় অভিনেতারা, হলিউডের সেই 'ওয়াক অফ ফেম'-এ জায়গা করে নিলেন দীপিকা পাডুকোন। তিনিই প্রথম ভারতীয় অভিনেত্রী, যিনি জায়গা করে নিলেন 'ওয়াক অফ ফেম ইন্ডাস্ট্রিস'-এ। বিশ্ব সিনেমায় দীপিকার প্রভাব, অভিনয়-দক্ষতার জন্যই এই সম্মান। প্রায় ৩০০ মনোনয়ন পত্রের মধ্যে থেকে দীপিকার নাম বেছে নিয়েছে 'হলিউড চেম্বার অফ কমার্স'। এমিলি ব্লান্ট, টিমোথি শ্যালামে, ক্রিস কলম্বাসের পাশাপাশি একই তালিকায় দীপিকার নাম গর্বিত করেছে সকলকে।





■ দিলজিৎ দোসাঞ্জ

কোণঠাসা দিলজিৎ

পরিচালক ভূষণ কুমার জানিয়েছেন, তাঁর আর কোনও ছবিতে কাজ করতে পারবেন না অভিনেতা তথা গায়ক দিলজিৎ দোসাঞ্জ। এমনকি দিলজিতের আসন্ন সিরিজ় 'সর্দারজি থ্রি'র মুক্তিও বিশ বাঁও জলে। পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমিরকে সমর্থন করায়, বলিউড ইন্ডাস্ট্রি ব্রাত্য করেছে তাঁকে। 'সর্দারজি থ্রি'-তে দিলজিতের বিপরীতে অভিনয় করেছেন ওই অভিনেত্রী। ছবির শুটিং চলাকালীন প্রথমে সন্ত্রাসবাদী হামলা, তারপর 'অপারেশন সিঁদুর' প্রসঙ্গে হানিয়ার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট... সব মিলিয়ে বিতর্ক শুরু হয় ছবিটি নিয়ে। কিন্তু হানিয়াকে পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে, তাঁর পাশে দাঁড়ান একমাত্র দিলজিৎ। পরিচালক, প্রযোজক, টেকিনিশিয়ান, সকলেই দিলজিতের সঙ্গে কাজ করতে নারাজ। বর্তমানে 'বর্ডার টু'র শুটিং করছেন দিলজিৎ। এই ছবির কাজ প্রায় শেষের মুখে বলে কাজ করার অনুমতি মিলেছে পরিচালক ভূষণ কুমার ও ফেডারেশনের তরফ থেকে। কিন্তু আগামী দিনে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, বলিউডে দিলজিতের কাজ নিয়ে।



■ ম্যাগনাস কার্লসেন ও ডি.গুকেশ

গুকেশের বদলা

আবার ম্যাগনাস কার্লসেনকে যোগ্য জবাব দিলেন ডি. গুকেশ। সুপার ইউনাইটেড ক্রোয়েশিয়া র‍্যাপিড অ্যান্ড ব্লিৎজ় দাবা শুরুর আগে কার্লসেন প্রশ্ন তুলেছিলেন গুকেশের যোগ্যতা নিয়ে। প্রতিযোগিতার অন্যতম দুর্বল প্রতিপক্ষ বলেছিলেন গুকেশকে, "ওর এখনও প্রমাণ করা বাকি যে এই ফর্ম্যাটের সেরা দাবাড়ুদের মধ্যে ও একজন।" কার্লসেন আরও বলেছিলেন, "গুকেশ এমন কিছুই করেনি যা ইঙ্গিত দেয় যে এই প্রতিযোগিতায় ও ভাল কিছু করতে পারবে।" সেই কার্লসেনকেই হারিয়ে দিলেন গুকেশ। এবার কার্লসেনকে ট্রোল করা শুরু হয়েছে খুব স্বাভাবিকভাবেই।

উপকারীর মৃত্যু

কুকুর ছানার কামড়ে জলাতঙ্কে আক্রান্ত হয়ে অকালে প্রাণ হারালেন উত্তর প্রদেশের ২৩ বছর বয়সি কবাডি খেলোয়াড় ব্রিজেশ সোলাঙ্কি। উত্তর প্রদেশের ফারানা গ্রামের বাসিন্দা ব্রিজেশ। একটি কুকুর ছানাকে নালা থেকে উদ্ধার করার সময় কামড় খেলেও খুব একটা গুরুত্ব দেননি তিনি। নেননি প্রতিষেধকও। ফলে জলাতঙ্ক হয় তাঁর। জানা গিয়েছে, ব্রিজেশ ২০-২৫ জনের সঙ্গে অনুশীলন করছিলেন। আচমকাই শ্বাসকষ্ট শুরু হয় তাঁর। এবং অবনতি হতে শুরু করে শারীরিক অবস্থার। দু'দিনও রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় পেলেন না ব্রিজেশ।



■ ব্রিজেশ সোলাঙ্কি



■ অলিভার টারভেট

ছাত্র হওয়ার গেরো

উইম্বলডনে কার্লোস আলকারেজ়ের কাছে ১-৬, ৪-৬, ৪-৬ ফলে হেরে প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিয়েছেন অলিভার টারভেট। কিন্তু এই রাউন্ডে খেলার জন্য ১.১৫ কোটি (১ লক্ষ ৭৬ হাজার মার্কিন ডলার) টাকা পুরস্কার হিসেবে পেয়েছেন তিনি। কিন্তু প্রাপ্ত অর্থের অধিকাংশ খরচ করতে পারবেন না ব্রিটেনের এই টেনিস খেলোয়াড়। কারণ আমেরিকার সান দিয়েগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অলিভার। নিয়ম বলছে, অপেশাদার টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে তিনি বছরে মাত্র ১০ হাজার মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৮ লাখ ৫৪ হাজার) খরচ করতে পারেন। এই নিয়মের ফাঁসেই আটকে গিয়েছেন অলিভার। তিনি বলেছেন, "খরচের জন্য অন্য রাস্তা খুঁজে বের করতে হবে। তবে অর্থের জন্য আমি উইম্বলডনে আসিনি। আমার লক্ষ্য ছিল অভিজ্ঞতা সঞ্চয়।"



প্রয়াত তারকা

হঠাৎ শোকের ছায়া ফুটবল মহলে। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন লিভারপুল তারকা দিয়েগো জোতা ও তাঁর ভাই আন্দ্রে। উত্তর-পশ্চিম স্পেনের সামরোয় পর্তুগালের জাতীয় দলের এই ২৮ বছর বয়সি ফুটবলার গাড়ি চালাচ্ছিলেন। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে ছিটকে পড়ে গাড়ি। সঙ্গে সঙ্গেই আগুন ধরে যায়। গত ২২ জুন পোর্তোয় শৈশবের প্রেমিকা রুতে কারদোসোকে বিয়ে করেন জোতা। তাঁদের তিনটি সন্তান রয়েছে। কয়েক দিন আগেই বিয়ের ছবি সমাজমাধ্যমে দিয়েছিলেন দিয়েগো। তার মধ্যেই এই দুর্ঘটনা। ১৯৯৬ সালের ৪ ডিসেম্বর পোর্তোয় জন্ম দিয়েগোর। ২০১৪ সালে পর্তুগালের ক্লাব পাকোস দে ফেরেরায় পেশাদার ফুটবলজীবন শুরু করেন। দু'বছরের মধ্যেই যোগ দেন লিগার ক্লাব আতলেতিকো দে মাদ্রিদে। জাতীয় দলে যোগ দেন ২০১৯ সালে। ২০২০ সালে সই করেন লিভারপুলে। জেতেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, এফএ কাপ, লিগ কাপ।

■ দিয়েগো জোতা



গিল দ্য গ্রেট

অধিনায়ক হিসেবে কঠিন ইংল্যান্ড সফরে এসেই বাজিমাত করলেন **শুভমন গিল**। লিখেছেন সায়ক বসু

ইংল্যান্ড সফরের দ্বিতীয়, মানে এজবাস্টন টেস্ট জিতে শুভমন গিল এবং তাঁর ভারতীয় দল প্রমাণ করে দিল, রোহিত-কোহলি পরবর্তী জমানার যোগ্য উত্তরসূরি তাঁরাই। কারণ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট জিতে ভারত শুধু ৫৭ বছরের খরার রেকর্ডই ভাঙল না, বুঝিয়ে দিল, গোটা সিরিজ়ে তাঁরা এখন ইংল্যান্ডের চেয়ে এগিয়ে। এই লেখা যখন প্রেসে যাচ্ছে, তখন একজনকে নিয়ে গোটা ভারত তো বটেই, ইংল্যান্ডেও হইচই পড়ে গিয়েছে। তিনি, অধিনায়ক শুভমন গিল। রোহিত শর্মার হাত থেকে যখন শুভমনের কাঁধে অধিনায়কত্বের ভার আসে, তখন বিতর্কের সীমা ছিল না। কারণ তার আগে পর্যন্ত SENA দেশগুলোর বিপক্ষে, বিদেশের মাটিতে শুভমনের মাত্র একটি অর্ধশতরান ছিল। গড় ছিল ৩৫। সেই শুভমন শুধু দাপটের সঙ্গে অধিনায়কত্বই করলেন না, প্রথম দু'টি টেস্টের পরে তাঁর মোট রান হল ৫৮৫ রান। তার মধ্যে প্রথম টেস্টে ১৪৭ রানের পরে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ২৬৯ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬১ রানের বিরাট ইনিংস। শুভমন যে প্রথম দু'টি টেস্টে কত রেকর্ড ভাঙলেন! বিশ্বের নবম ব্যাটার হিসাবে একই টেস্টের দুই ইনিংসে ডাবল সেঞ্চুরি ও সেঞ্চুরি করলেন। দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে এই নজির গড়লেন তিনি। ভারতের তৃতীয় অধিনায়ক হিসেবে একই টেস্টের দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি করলেন। বিশ্বের চতুর্থ ব্যাটার হিসাবে এক টেস্টে চারটি সেঞ্চুরি পার্টনারশিপ গড়লেন। বিশ্বের পঞ্চম ব্যাটার হিসাবে এক টেস্টে চারশোর বেশি রান করলেন শুভমন। দুই ইনিংস মিলিয়ে ৪৩০ রান করলেন তিনি। অ্যালান বর্ডারের ৪৫ বছরের পুরনো রেকর্ডও স্পর্শ



শুভমন-পন্থ ও শার্দূল। (নীচে) দ্বিশতরানের পর





■ বিরাট কোহলির ফিটনেস বিপ্লবকে দলে ধরে রাখতে চাইছেন শুভমন



■ কোচদের সঙ্গে শুভমন

করলেন। ১৯৮০ সালে বিশ্বের প্রথম ব্যাটার হিসাবে লাহোরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দুই ইনিংসেই দেড়শোর বেশি রান করেছিলেন বর্ডার। তারপর এজবাস্টনে করলেন এই তরুণ তুর্কি। এই টেস্টে দুই ইনিংস মিলিয়ে ১১টি ছক্কা মেরেছেন তিনি। ভারতীয়দের মধ্যে একটি টেস্টে তাঁর চেয়ে বেশি ছক্কা মেরেছেন শুধু রোহিত শর্মা (২০১৯ সালে বিশাখাপত্তনমে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১৩টি) ও যশস্বী জয়সওয়াল (২০২৪ সালে রাজকোটে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১২টি)। যদিও মাত্র ২৬ রানের জন্য একটি বিশ্বরেকর্ড করা হল না গিলের। ১৯৯০ সালে লর্ডসে ভারতের বিরুদ্ধে ৪৫৬ রান করেছিলেন গ্রাহাম গুচ। সেটাই কোনও এক টেস্টে দুই ইনিংস



■ অধিনায়ক হিসেবে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে



■ ঋষভ পন্থ ও তিনি মিলে ভারতীয় দলকে দিচ্ছেন নতুন দিশা

মিলিয়ে কোনও ব্যাটারে সবচেয়ে বেশি রান। গিল এজবাস্টনে করলেন ৪৩০। ফলে শুভমন যে কিংবদন্তি হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর অধিনায়কত্বে দল হিসাবে রেকর্ড গড়ল ভারত। ২০০৪ সালে সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দুই ইনিংস মিলিয়ে ৯১৬ রান তুলেছিল ভারত। সেটাই ছিল কোনও এক টেস্টের দুই ইনিংস মিলিয়ে ভারতের সর্বোচ্চ স্কোর। এজবাস্টনে সেটা ছাপিয়ে গেল দেশ। ১০১৪ রান করল এই টেস্টে। ফলে শুভমনকে নিয়ে এখন মাতোয়ারা দেশ। তারা নতুন আইকন পেয়েই গিয়েছে। শুধু দেখার, পাঁচটি টেস্ট শেষে শুভমন এক সিরিজে ব্র্যাডম্যানের কথা সবচেয়ে বেশি, ৯৭৪ রানের গণ্ডি পেরিয়ে যেতে পারেন কিনা। বাকি আর তিনটি টেস্ট।

আমি জানি, আমার কথা কিছু রাজনৈতিক

পুলিশ অফিসার হিসেবে 'মৃগয়া' এসে নিজের অ্যাকশনধর্মী অবতার দেখিয়েছেন **ঋত্বিক চক্রবর্তী**। নিজের অভিনয় নিয়ে কী ভাবেন তিনি? কীভাবে বাছের স্ক্রিপ্ট? আদতে কি কখনও রাজনীতিতে আসবেন অভিনেতা? তাঁর সঙ্গে কথা জানার চেষ্টা করলেন

সায়ক বসু

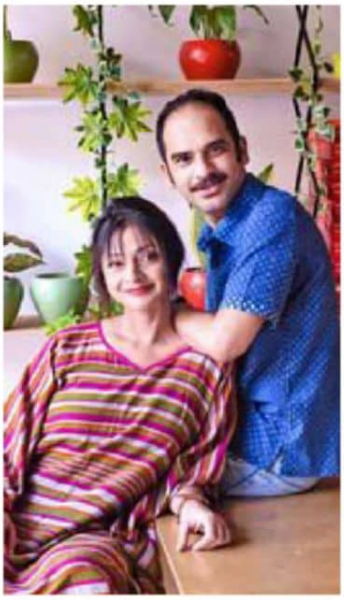
প্র 'মৃগয়া'র সাফল্যের জন্য প্রথমেই আপনাকে অনেক শুভেচ্ছা। এবার পুলিশ অফিসারের চরিত্রে মানুষ আপনাকে দেখল। অনুভূতি কেমন?

ছবি ভাল চললে বা প্রশংসা পেলে অনুভূতি ভাল হওয়াই স্বাভাবিক। আলাদা করে আমার প্রশংসা হচ্ছে শুনছি। কিন্তু তাতে আলাদা করে আমার কিছু বলার নেই।

প্র আপনাকে প্রথমবার পুলিশের চরিত্রে দেখা গেল। ছবিতে নেচেওছেন আপনি... আমার প্রশ্ন হল, আপনি চরিত্র কীভাবে বাছেন বা সেই চরিত্র করার সময় বাস্তব থেকে কীভাবে রেফারেন্স নেন?

আমি প্রাথমিকভাবে ছবিতে আমার চরিত্র দেখি বটে, কিন্তু পুরোপুরি গল্পটা কেমন লাগছে সেটাও দেখি। শিল্পী হিসেবে যাতে ছবির সঙ্গে আরও ইনভলভ হতে পারি, সেই অন্বেষণটা সবসময় চলতে থাকে। যেমন 'মৃগয়া'র গল্পটা। বাংলায় শুধুমাত্র কপ স্টোরি নিয়ে ছবি কম হয়েছে। যা দেখেছি, তা একেবারে কাল্পনিক। এই গল্প বাস্তব জীবনের। সত্যিকারের পুলিশের গল্প। আসলে যে কোনও ছবিতে শুধু আমার চরিত্রটাই তো জরুরি নয়, ছবিটা ভাল হলেই আমার চরিত্রটা মানুষের মনে দাগ কাটবে। আর চরিত্র করার সময়, সাধারণ মানুষের কথা মাথায় আসে ঠিকই, যে কোনও পেশার মানুষই রেফারেন্স হিসেবে আসতে পারে। কিন্তু সেটা কোনও একজন মানুষ নয়। বিভিন্ন মানুষের সমাহার। বলা ভাল, সমাজ চিত্রের সমাহার। কারণ এটারই অংশ আমি। তার জন্য যে রাস্তায় নেমে মানুষ দেখতে হয়, তা নয়। সিনেমা দেখে, গ্রাফিক নভেল পড়ে, এমনি বই পড়ে বা গান শুনেও সেই রেফারেন্স আসতে পারে। চিত্রনাট্যে লেখাটাই চরিত্রের সেই বিভিন্ন শেডস বুঝতে সাহায্য করে। আমার মধ্যে থেকেই চরিত্রটা আসে।

প্র কিন্তু এমন তো হতেই পারে যে, আপনি যা ভেবে সেটে এলেন, সেটা প্রয়োগ হল না। ছবির শুটিংই দিগভ্রষ্ট... তখন কি শিল্পী ঋত্বিকের মধ্যে দ্বিধা কাজ করে?



ঋত্বিক ও অপরাজিতা

দ্বিধা ঠিক কাজ করে না। কিন্তু ইনভলভমেন্ট আসে না। তখন কাজটা কেমন হয়, জানি না। কিন্তু যেহেতু প্রফেশনাল অভিনেতা আমি, তাই কাজটা উতরে দেওয়ার চেষ্টা করি। শুধু অভিনয়ের উপরেই ফোকাস থাকে। তখন হয়তো স্যাটিসফ্যাকশনটা আসে না। কিন্তু এটাও তো ঠিক যে, আমাদের জীবনের সব ক্ষেত্রে কখনওই এই তৃপ্তি আসে না। এটা জীবনের অঙ্গ।

প্র ভারতীয় অভিনেতাদের টাইপকাস্ট হয়ে যাওয়ার একটা দুর্ভাগ্য আছে। আপনি একই ধরনের চরিত্রে যখন বারবার অভিনয় করেন, তখন চরিত্রের মধ্যে নতুন আঙ্গিক যোগ কীভাবে করেন? নাকি সচেতনভাবে কিছু জিনিস বর্জন করেন?

ঠিকই বলেছেন। এখানে তো ফ্র্যাঞ্চাইজ়ি ছবির চল আছে। ফলে এক ধরনের চরিত্র অনেককেই করতে হয়। আমিও তো 'গোরা' করি। কিন্তু 'গোরা'র কিছু নির্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু এক ধরনের চোর বা পুলিশ অফিসার বা অন্য কোনও চরিত্র করার সময় চ্যালেঞ্জটা বেশি। আমি চেষ্টা করি নতুন ধরনের চরিত্র বাছতে। পাশাপাশি যেটা করতে ভাল লাগবে, সেটাই করি। যদি বুঝি চরিত্রটা অত মানুষের ভাল লাগবে না, তখনও পিছিয়ে আসি না।

প্র আপনার নিজের অভিনয় নিয়ে কী বিশ্লেষণ?

আমি নিজের মধ্যে সারল্যকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি। সেটা মানুষ ঋত্বিকটার কারণেই বটে। অনেক ক্যালকুলেশন ঢুকতে দিইনি। কিন্তু যত দিন কেটেছে, ক্রাফটের প্রতি আমার দক্ষতা বেড়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু তার সঙ্গে অভিজ্ঞতা বেড়েছে। আমি অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমার অভিনয় ক্ষমতাকে মেশানোর চেষ্টা করেছি।

প্র ঋত্বিক যখন মানুষের সামনে আসেন, সেই ঋত্বিকের সঙ্গে ব্যক্তি ঋত্বিকের কতটা মিল?

মানুষের অস্বস্তির কারণ : ঋত্বিক চক্রবর্তী



সেটা আমি জানি না। কিন্তু হ্যাঁ, যে ঋত্বিক মানুষের সামনে আসেন, সেটা তাঁর পুরো সত্তাটা নয়। যাকে দেখা যাচ্ছে না, সেটাও পুরোটা নয়। কিন্তু ঋত্বিকের সত্তার বিভিন্ন অংশ সেগুলো।



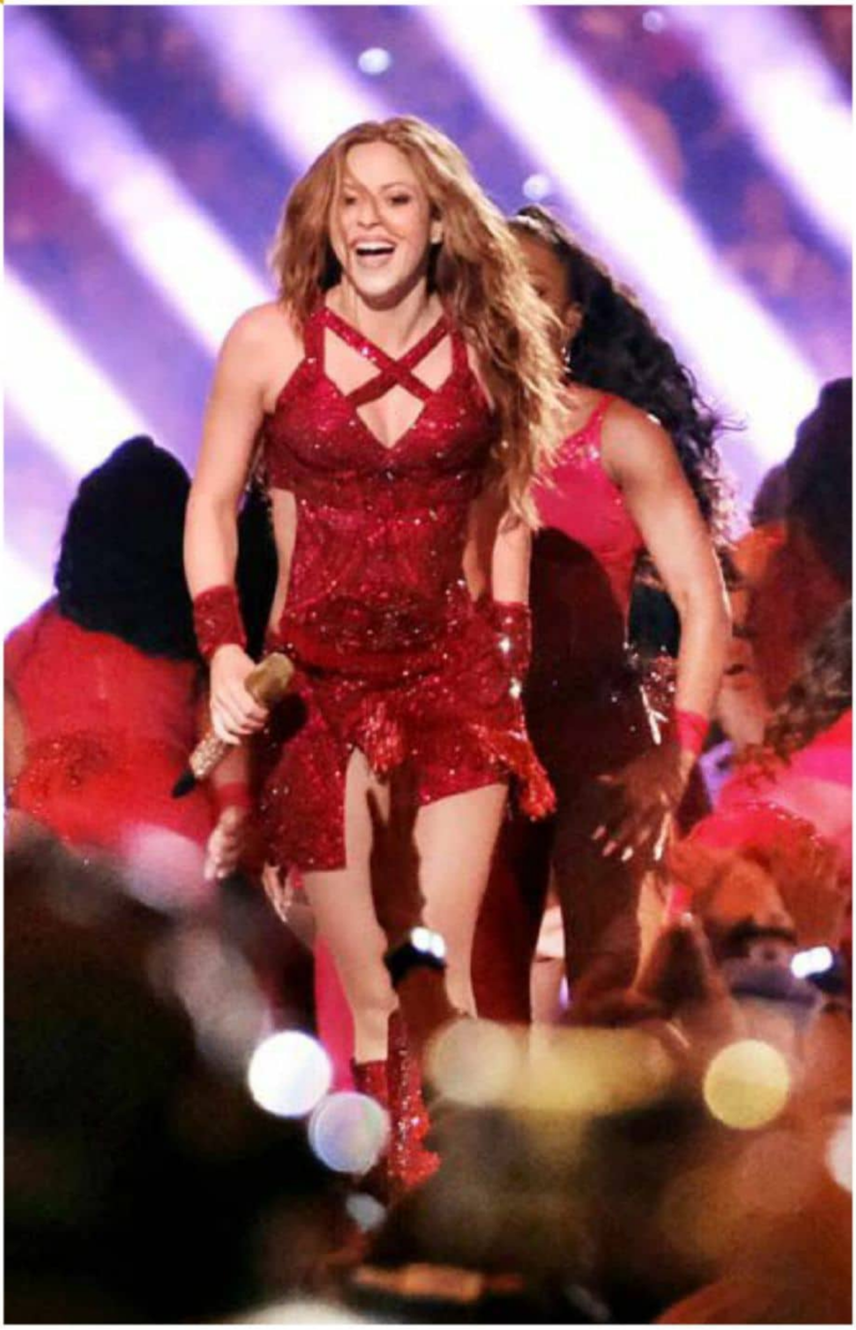
‘মৃগয়া’ ছবিতে বিক্রম এবং ঋত্বিক



‘সন্তান’-এর স্ক্রিপ্ট রিডিংয়ে মিঠুন, রাজ ও ঋত্বিক

প্র আপনি সোশ্যাল মিডিয়ায় মাঝে মাঝেই এমন সব পোস্ট করেন, যাতে নির্দিষ্ট একটি রাজনৈতিক দল (রাজ্যের শাসক দল) আপনাকে বিরোধী বলে মনে করে। এবং উল্টোদিনে বাম দল আপনাকে নিজেদের মানুষ বলে মনে করে। দলীয় রাজনীতিতে আসার কথা ভেবেছেন?

দলীয় রাজনীতিতে আমি কোনওদিনই আসব না। আমি জানি, আমার কথা কিছু দলের অস্বস্তির সৃষ্টি করে। আবার কিছু দলের মানুষকে খুশি করে। কিন্তু বোঝা উচিত, যে দল খুশি হচ্ছে, তাদের প্রতিও আমার কিছু বক্তব্য থাকতে পারে। দলীয় রাজনীতির দলাদলিতে ঢুকলে সেই পরিসরটা কমে যাবে।



■ শাকিরা

বন্যার্তদের জন্য

টেক্সাসের বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন শাকিরা। তিনি তাঁর সান আন্তোনিও কনসার্টের আয়ের একটি অংশ সান আন্তোনিওর ক্যাথলিক দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান করেছেন। কিছুদিন আগে আকস্মিক বন্যায় এই অঞ্চলটি বিধ্বস্ত হয়েছে, ৭৫ জনেরও বেশি মানুষ মারা গিয়েছেন এবং বেশ কয়েকজন নিখোঁজ। কলম্বিয়ান পপ তারকা সান আন্তোনিওতে পৌঁছন তাঁর লাস মুজ়েরেস নো লোরান ট্যুরের জন্য। সেখানে গিয়ে ঘোষণা করেন, টিকিটের টাকার একটি অংশ তিনি বন্যার্তদের জন্য খরচ করবেন। শাকিরার এই উদ্যোগে মুগ্ধ নেটিজ়েনরা। অনেকেই বলেছেন, যেভাবে শাকিরা নিজে থেকে এগিয়ে এসেছেন, তা অন্যদের জন্য উদাহরণ হতে পারে।

৩০ বছর উদ্‌যাপন

নয়ের দশকে গানের জগতে আত্মপ্রকাশ তাঁর। আধুনিক বাংলা গান থেকে শুরু করে ছবিতে প্লে-ব্যাক, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গায়ক রূপঙ্কর বাগচীর দেখতে-দেখতে কেরিয়ারের ৩০ বছর অতিক্রম হয়ে গেল। এই প্রাপ্তির গালা সেলিব্রেশন হতে চলেছে ১৮ জুলাই কলকাতার এক প্রেক্ষাগৃহে। অনুষ্ঠানে নাকি থাকবে একাধিক চমক। এই অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে রূপঙ্কর জানান, “অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা, পরিবেশনা হবে একেবারে অন্যরকমের। সচরাচর যে গান গাওয়া হয়ে ওঠে না, এই অনুষ্ঠানে সেই গানগুলোই অন্যভাবে উপস্থাপনা করার চেষ্টা করব।” বাচিক শিল্পী সুজয় প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় থাকবেন সঞ্চালকের ভূমিকায়।



■ রূপঙ্কর বাগচী



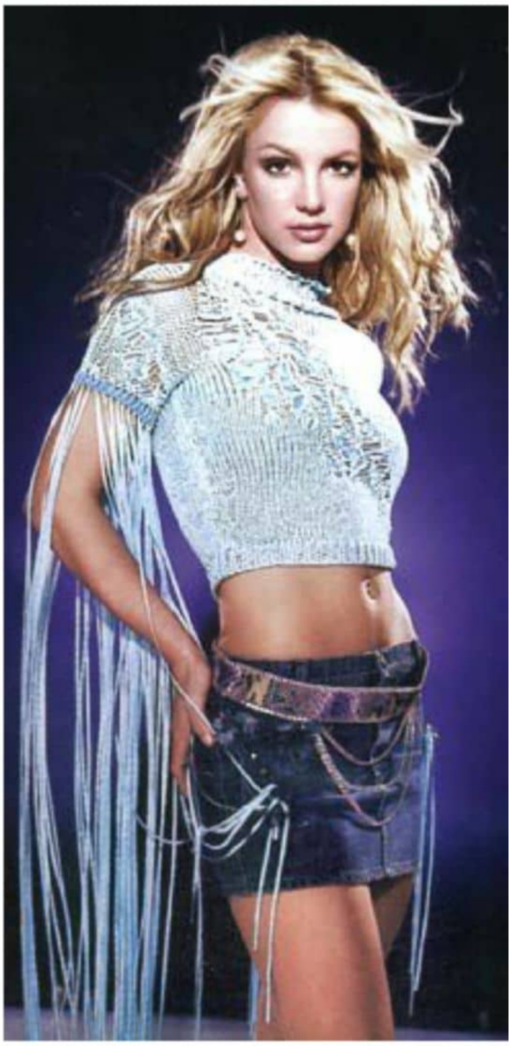
■ জাস্টিন বিবার

সব ঠিকঠাক

গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল কিছু দিন আগেই। জানা গিয়েছিল স্ত্রী হেলির সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করবেন পপ গায়ক জাস্টিন বিবার। কিছু মাস আগেই সন্তান এসেছে তাঁদের পরিবারে! এরই মধ্যে সিদ্ধান্ত নেন হেলি। খবর ছিল, সন্তানের দেখভাল এবং বিচ্ছেদের জন্য গায়ক স্বামীর কাছে ৩০০ মিলিয়ন ডলার খোরপোশ চাইতে পারেন হেলি। ভারতীয় মুদ্রায় যা দাঁড়াচ্ছে ২৬২ কোটি ১৩৭ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। জাস্টিনের মাত্রাতিরিক্ত মাদকসেবন এবং অসলংগ্ন আচরণই নাকি হেলিকে বাধ্য করেছিল এই সিদ্ধান্ত নিতে। কিন্তু এবার শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে হেলির সঙ্গে ছবি পোস্ট করলেন জাস্টিন। শোনা গিয়েছিল, রিলেশনশিপ ডিটক্সের জন্য নাকি কিছুদিন আলাদা ছিলেন জাস্টিন। এখন সব ঠিক আছে।

নিজেকে ভালবাসো

খুব দুঃখ পেয়েছেন ব্রিটনি স্পিয়ার্স এবং তাঁর ‘নিষ্ঠুর’ প্রাক্তন প্রেমিককের সমালোচনা করেছেন। আসলে ব্রিটনির তৃতীয় প্রাক্তন স্বামী স্যাম আসগরী দাবি করেছেন যে, তাঁদের বিয়ে তাঁর কেরিয়ারের ক্ষতি করেছে। স্যাম একজন ফিটনেস ট্রেনার। বহুদিন ধরেই মডেলিংয়ের পেশায় যুক্ত তিনি। ব্রিটনির সঙ্গে প্রেম করার পর তিনি আরও বেশি করে লাইমলাইটে আসেন। ফলে কথাটা শুনে বেজায় খেপেছেন ব্রিটনি। তিনি জানিয়েছেন, যদি সত্যি কথা বলতে পারতেন, তা হলে অনেক মানুষের মুখোশ খুলে যেত। তবে ব্রিটনি আর সেসব কাদা ঘাঁটতে চান না। তিনি এখন বুঝেছেন, সারমেয় এবং নিজেকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন তিনি।



■ ব্রিটনি স্পিয়ার্স



■ অরিজিৎ সিংহ

শেষ হয়নি ছবির কাজ

এখন বেশিরভাগ সময়টা মুর্শিদাবাদেই থাকেন অরিজিৎ সিংহ। গানের পাশাপাশি একটি সিনেমাও তৈরি করছেন তিনি। ছবির নাম, ‘সা’। মিউজ়িক্যাল এই ছবিটির শুটিং বেশ কিছু বছর ধরে চলছে। মাঝে শোনা গিয়েছিল, ছবির শুটিং শেষ করে ফেলেছেন অরিজিৎ। পরিচালক হিসেবে সর্বাঙ্গসুন্দর ছবি তৈরির জন্য বেশ সময় নিয়ে পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ শুরু করতে চাইছেন। কিন্তু কিছুদিন আগে দেখা গেল, অরিজিৎ বোলপুরের ইলামবাজারের কাছে রেকি করছেন। বোঝা গেল, ‘সা’-এর শুটিংয়ের জন্যই। তার মানে শুটিং এখনও শেষ হয়নি। ছবির সুরও করছেন অরিজিৎ। আসলে নিজের প্রথম পরিচালনার কাজ তো। তাই অরিজিৎ কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। তিনি একাধিকবার বলেওছেন সময় নিয়ে ছবিটির কাজ করতে চান তিনি। এমনিতেই মিউজ়িক্যাল ঘরানার ছবি ভারতীয় দর্শকদের কাছে নতুন। সেখানে অরিজিৎ মিউজ়িক্যালই তৈরি করছেন। তিনি চান, এই ঘরানার ছবি যেন মানুষের পছন্দ হয়। তাই নিজের সমস্ত মেধা ছবিটির পিছনে ঢালছেন তিনি।



আবীর চট্টোপাধ্যায়

চুক্তির ফাঁসে বাংলা ছবি

এবার পুজোয় আবীর চট্টোপাধ্যায়ের 'রক্তবীজ ২'-এর পাশাপাশি মুক্তি পেতে পারে 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই'। কিন্তু আবীর থাকতে পারবেন না দ্বিতীয় ছবির প্রচারে। কেন? লিখছেন **সায়ক বসু**

গত বছর পুজোর সময়েই ব্যাপারটা খানিক মাথাচাড়া দিয়েছিল, কিন্তু তখন খুব একটা হইচই হয়নি, কারণ একদিকের প্রযোজক পিছিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই বছর আবার সেই সমস্যা ফিরে এল। ব্যাপারটা একটু খুলে বলি। আসলে গত তিন বছর ধরে পুজোয় আবীর চট্টোপাধ্যায়ের ছবি আসছে। ২০২২ সালে এসভিএফ-এর প্রযোজনায় এসেছিল 'কর্ণসুবর্ণের গুপ্তধন'। ২০২৩ সালে উইন্ডোজ়ের প্রযোজনায় এসেছিল 'রক্তবীজ', ২০২৪ সালে 'বহুরূপী'। তিনটি ছবিই ব্লকবাস্টার হয় এবং দর্শকমনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। সেই সূত্র ধরে ২০২৫ সালেও আসছে উইন্ডোজ় এবং আবীরের যুগলবন্দিতে 'রক্তবীজ ২'। এবারও সেই ছবিতে আবীর পুলিশ অফিসার। কিন্তু মুশকিল হয়েছে ভিন্ন জায়গায়। কারণ এবার ঠিক হয়েছে, 'রক্তবীজ ২'-এর পাশাপাশি আর একটি ছবি মুক্তি পাবে আবীরের। অনীক দত্তর পরিচালনায় 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই।' কিন্তু তাতে হয়েছে খানিক সমস্যা। কারণ খবর হচ্ছে, অনীকের ছবি মুক্তি পেলেও, সেই ছবির প্রচার করতে পারবেন না আবীর। তাঁকে থাকতে হবে 'রক্তবীজ ২'-এর সঙ্গেই। কারণ সেরকমই এক্সক্লুসিভ চুক্তি নাকি করা হয়েছে আবীরের সঙ্গে, উইন্ডোজ়ের তরফ থেকে। গতবছরের



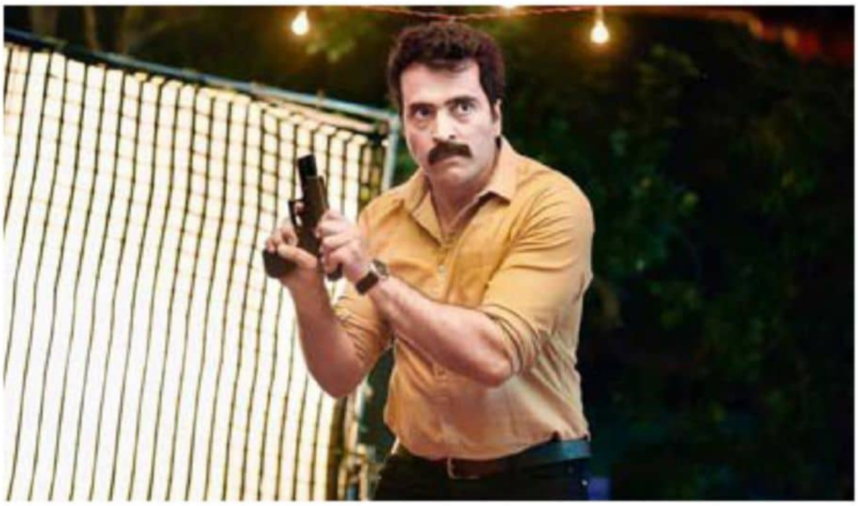
শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায়

কথা বললাম, কারণ ২০২৪ সালেও নাকি মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল 'যত কাণ্ড...' এবং 'বহুরূপী'র। প্রথম ছবিতে আবীর গোয়েন্দা। দ্বিতীয় ছবিতে পুলিশ অফিসার। কিন্তু 'যত কাণ্ড...' প্রযোজক ফিরদৌসল হাসানের সরে যান, কারণ শোনা যায়, আবীরের সঙ্গে নন্দিতা-শিবপ্রসাদের চুক্তি, আগামী তিন বছরের পুজোয় নায়ক শুধুই তাঁদের। তিনি অন্য পরিচালকের পুজোর ছবিতে অভিনয় করতে পারবেন না। আরও বিষয় রয়েছে। আবীর নাকি উইন্ডোজ় প্রযোজনা সংস্থার 'এক্সক্লুসিভ পুলিশ'! তাঁকে নাকি অন্য ছবিতে 'পুলিশ অফিসার' হিসেবে দেখা না-ও যেতে পারে! এই চুক্তির কারণেই নাকি অনীকের ছবির শুটিং শেষ করলেও, মুক্তি পাচ্ছে না ছবিটি। ব্যাপারটা নিয়ে দুই প্রযোজকের তরফে মিটিংও হয়। তারপর পিছিয়ে যান ফিরদৌসল। কিন্তু এবার তিনি বদ্ধ পরিকর, 'যত কাণ্ড...' মুক্তি দেবেনই। কিন্তু ওই চুক্তির কারণে প্রচারে থাকতে পারবেন না আবীর। বিষয়টি জানতে প্রতিবেদন প্রথমে ফোন করেছিলেন উইন্ডোজ়ের প্রযোজক-পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। কিন্তু তিনি এখন দেহরাদুনে। এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য পাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে বিষয়টি অনেকটাই পরিষ্কার করলেন আবীর চট্টোপাধ্যায়। তিনি বললেন, "'এক্সক্লুসিভ' কনট্র্যাক্ট আমি কারও সঙ্গে কখনও করিনি। যদিও বাজারে এসব মাঝে মধ্যেই শোনা যায়। আমিও শুনেছি। অমুক হাউজ়ের সঙ্গে শুধু কনট্র্যাক্ট নয়, একটি বিশেষ চরিত্রের জন্যও নাকি আমার চুক্তি আছে... এসব একেবারেই হাস্যকর। আমি নিজেই এসব এক্সক্লুসিভ চুক্তি করি না। যখনই এরকম কোনও চুক্তি কথা উঠেছে, আমিই আপত্তি করেছি, কারণ তাতে চাকরি-চাকরি একটা বোধ হয়। প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে যে চুক্তিগুলো হয়, তাতে ক'দিন, কোন সময়ে শুটিং হবে, ক'টা তারিখ লাগবে... মূলত এই কথাগুলো লেখা থাকে। তাছাড়া থাকে বেশ কিছু আইনি বক্তব্য। আমার সঙ্গে 'রক্তবীজ ২'-এর চুক্তি হয়েছে এই মর্মে যে, ২০২৫ সালের পুজোয় যেহেতু ছবিটি মুক্তি পাবে, তাই আমি যেন অন্য কোনও ছবির শুটিং সংক্রান্ত কোনও কাজ বা ইত্যাদি না করি, যাতে সেটা পুজোয় রিলিজ় করলে দু'টি ছবি ক্ল্যাশ করতে পারে।" এবার মজাটা এখানেই। 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই' ছবির শুটিং শুরু হয়েছিল, ২০২৩-এর সেপ্টেম্বরে। শেষ হয়েছিল ২০২৩ সালের নভেম্বরে। মাঝে অনীক দত্তর শরীর খারাপ হওয়ায় শুটিং খানিক পিছিয়ে যায়। এতদিন ছবিটি রিলিজ় করেনি। এবার যদি ২০২৫ সালের পুজোয় ছবিটি আসে, তা হলে 'রক্তবীজ ২'-এর সঙ্গে আবীরের চুক্তি লঙ্ঘিত হচ্ছে কি? কারণ ছবিটি তো অনেক আগে শুট করা! আবীর জানিয়েছেন, "এই আইনের ভাষা বা ফাঁকফোকর নিয়ে আমার খুব একটা ধারণা

যদি ২০২৫ সালের পুজোয় ছবিটি আসে, তা হলে 'রক্তবীজ ২'-এর সঙ্গে আবীরের চুক্তি লঙ্ঘিত হচ্ছে কি? কারণ 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই' তো অনেক আগে শুট করা!



'যত কাণ্ড কলকাতাতেই' ছবির শুটিংয়ে আবীর ও নওশবা আহমেদ



'রক্তবীজ'-এর শুটিংয়ে আবীর

নেই। যুক্তির বিষয়টি আইনের আওতায় পড়ে। সেটার উত্তর আইনের লোকেরাই দিতে পারবেন।” যদিও এই প্রসঙ্গে অনীক দত্ত জানালেন, বিষয়টি প্রযোজকদের নিজেদের মধ্যের। তিনি শুটিং সেরে ফেলেছেন। ফলে তাঁর বিশেষ কোনও বক্তব্য নেই। তবে অনীকের মত, “‘যত কাণ্ড কলকাতাতেই’ যে পুজোয় মুক্তি পাচ্ছে, এটা প্রযোজকের সিদ্ধান্ত। আমি খুব একটা চাইনি, পুজোয় মুক্তি দিতে। কারণ আমার ছবির যাঁরা দর্শক, তাঁরা বেশিরভাগই পুজোয় বিদেশে চলে যান।” তবে ‘যত কাণ্ড...’র প্রযোজক ফিরদৌসল হাসানের বক্তব্য খুব পরিষ্কার। তিনি জানালেন, “আমি অত্যন্ত প্যাশন নিয়ে ছবি বানাই। ফলে চাই, অনেক বেশি মানুষ যাতে ছবিটা দেখতে পারেন। এবার আপনি বলতেই পারেন, ‘যত কাণ্ড কলকাতাতেই’ এবারের পুজোর সময়েই কেন! কারণ অনীকদার শরীর খারাপের জন্য এই ছবিটার কাজ শেষ হতে দেরি হয়েছে। মাঝে আমার দু’-তিনটে ছবি মুক্তির অপেক্ষায় ছিল। তাই সেগুলোকে আগে মুক্তি দিয়েছি। এবার আছে এই ছবিটা। আমি কেন পিছিয়ে আসব? এর আগে কি পুজোর সময় একই অভিনেতার বা একই প্রযোজনা সংস্থার দু’টি ছবি একসঙ্গে মুক্তি পায়নি? তখন যদি সমস্যা না হয়, এখন হবে কেন?” তবে ফিরদৌসল জানিয়েছেন, কোনও চুক্তির কারণে কেউ যদি ছবির প্রচারে না থাকতে পারেন, তাতে



■ ‘রক্তবীজ’-এ আবীর ও মিমি

এর আগে কি পুজোর সময় একই অভিনেতার বা একই প্রযোজনা সংস্থার দু’টি ছবি একসঙ্গে মুক্তি পায়নি? তখন যদি সমস্যা না হয়, এখন হবে কেন?



■ অনীক দত্ত



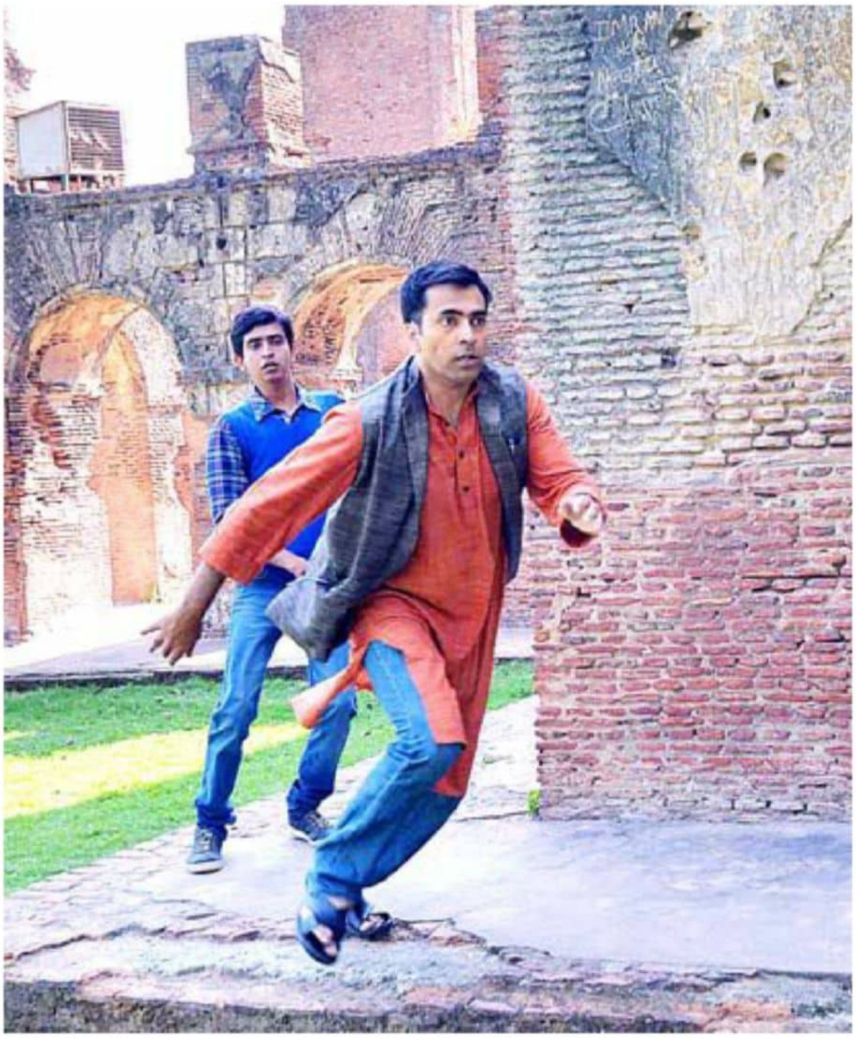
■ ফিরদৌসল হাসান

অসুবিধে নেই। ছবির জন্যই বাকি কলাকুশলী। কলাকুশলীর জন্য ছবি নয়। তাই তিনি তাঁর মেয়ের বিয়েতে (ছবিকে তিনি নিজের কন্যাই বলেন) সকলকে আমন্ত্রণ জানাবেন, এবং আশা করবেন, সকলে ছবি দেখতে আসবে। তবে হাসান এও জানালেন, আবীরকে তিনি যত কাণ্ড... মুক্তি ও প্রচারের কথা বলে মেলও করেছিলেন। আবীরও জানালেন, তিনি ছবির প্রচারে থাকতে না পারার অপারগতার কথা হাসানকে মেল করে এবং মৌখিক ভাবেও জানিয়েছেন।

কিন্তু এখানেই আসে ভিন্ন একটা প্রশ্ন। একটি ছবি কখন মুক্তি পাবে, তা কি আদৌ অভিনেতার হাতে থাকে? অনেক সময় ছবি তৈরি হয়েও পড়ে থাকে। মুক্তি পায় না। অনেক সময় পুরনো ছবি রি-রিলিজ় করে। সেক্ষেত্রে কি অভিনেতা কোনও সময়েই প্রচার করতে পারবেন না? এরকম চুক্তি কি আগে কখনও হয়েছে? আবীর জানালেন,



■ 'ব্যোমকেশ ফিরে এল' এবং 'বাদশাহী আংটি' মুক্তি পেয়েছিল একই দিনে। বিতর্ক হয়েছিল আবীরকে নিয়ে

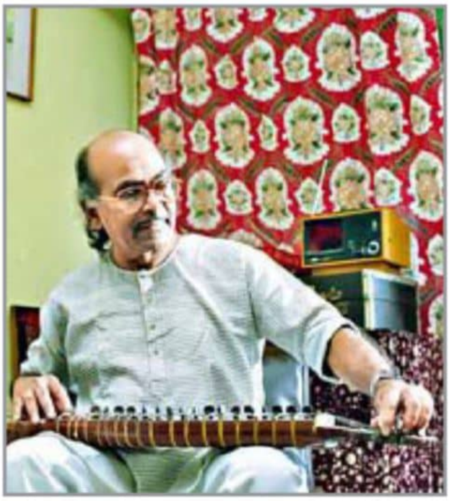


"আমি বহুদিন, বলা ভাল বহু বছর ধরে বলে আসছি, ছবির শুটিং যখন হচ্ছে, তখন অভিনেতাকে একটা আইডিয়া দেওয়া দরকার যে ছবিটা কখন মুক্তি পেতে পারে। সেটা অন্য ছবির সঙ্গে বা নিজের ছবির সঙ্গে ক্ল্যাশের ব্যাপার নয়, আমাদের তো ছবির প্রচারে লাগে। যাতে আমি সময়টা দিতে পারি। হতেই তো পারে, ছবি মুক্তির সময় আমি বেড়াতে গেলাম বা আমার কোনও কাজ পড়ল। তাই প্রাথমিকভাবে একটা আভাস দেওয়া প্রয়োজন। সেটা চুক্তিতে লেখা হচ্ছে কি না, গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ এখানে অনেক কথাই মৌখিক কথাবার্তার ভিত্তিতে হয়। নামী প্রযোজনা সংস্থাগুলো এরকম করেই থাকে। আমি চেষ্টা করছিলাম জিনিসটাকে রেগুলারাইজ় করতে। যাতে এমন সমস্যা না হয়।"

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই সমস্যা এসেই পড়ল।

একটি ছবি কখন মুক্তি পাবে, তা কি আদৌ অভিনেতার হাতে থাকে? অনেক সময় ছবি তৈরি হয়েও পড়ে থাকে। মুক্তি পায় না।

দেখতে গেলে, এতে 'উইন্ডোজ় প্রোডাকশন হাউজ়' নিজের কাজই করেছে। 'রক্তবীজ'-এর মতো সফল ছবি শুরুর আগেই নিজেদের শর্ত আরোপ করেছে। তাছাড়া তাদের কোন ছবি কবে আসবে, তা বহুদিন আগে থেকেই বলা থাকে। আবীরও তাতে সম্মতি জানিয়েছেন। এদিকে ফিরদৌসলও নিজের যুক্তির দিক থেকে ঠিক। এই চুক্তির সঙ্গে তাঁর কোনও স্বার্থ জড়িয়ে নেই। ফলে তিনিই বা বারবার পিছোবেন কেন। আপাতভাবে কোনও প্রযোজকের তরফ থেকেই কোনও সমস্যা হবে না বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু তাতে প্রশ্ন ওঠে, এভাবে যদি বড় প্রযোজনা সংস্থাগুলো নিজেদের শর্ত আরোপ করতে থাকে, তা হলে ছোট প্রযোজনা সংস্থাগুলো আদতে যাবে কোথায়? অনীক দত্ত যখন 'ভূতের ভবিষ্যৎ' করেছিলেন, তখন তিনি এবং তাঁর প্রযোজনা সংস্থা নতুনই ছিল। তারা যদি বারবার শর্তের ভিড়ে নির্দিষ্ট সময়ে ছবি মুক্তি দিতে না পারতেন, তা হলে বাঙালি এমন ছবি দেখতে পেত কি?



■ সলিল চৌধুরী

শতবর্ষে বায়োপিক

বেশ কিছুদিন ধরেই প্রস্তুতি চলছে। বলা যেতে পারে, বেশ কিছু বছর ধরে। সলিল চৌধুরীর জন্ম শতবর্ষ সামনেই। তাই বাংলার প্রথম সারির প্রযোজনা সংস্থা ঠিক করেছে, সলিল চৌধুরীর বায়োপিকের শুটিং শুরু করবে। শোনা গিয়েছে, কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এই ছবির কাজ শুরু হবে। ছবির মুখ্য চরিত্র এখনও ঠিক না হলেও, সৌগত বসু লিখছেন ছবির গল্প এবং স্ক্রিপ্ট। যিনি এর আগে 'আলিনগরের গোলকধাঁধা', 'সাগরদ্বীপে যকের ধন', 'রবীন্দ্র কাব্য রহস্য'-র মতো ছবির গল্প লিখেছেন। কাজ অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে এবং এই ব্যাপারে পুরনো ছবি ও তথ্য দিয়ে সাহায্য করছেন সলিল কন্যা অন্তরা চৌধুরী। একেবারে ভিন্ন সলিলকে দেখা যাবে পর্দায়। হয়তো আগামী বছরেই সামনে আসবে সলিলকে তৈরি ছবিটি। দেখা যাক, কাজ কীভাবে এগোয়। তবে ভারতীয় সিনেমার এই জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পীকে নিয়ে মানুষের যে ভিন্নধারার আবেগ রয়েছে, তা বলে দিতে হয় না।

রাজকুমারের বিপরীতে মিমি?

অনেকদিন ধরেই ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক নিয়ে চর্চা চলছিল। সৌরভের চরিত্রে প্রথমে শোনা গিয়েছিল রণবীর কপুরের নাম, তারপর শোনা যায় আয়ুষ্মান খুরানার নাম। কিন্তু সেসব ভুল প্রমাণিত করে নির্মাতারা ঘোষণা করেন সৌরভের চরিত্রে দেখা যাবে রাজকুমার রাও-কে। এবার সৌরভের স্ত্রী ডোনার চরিত্রে কে অভিনয় করবেন, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। প্রথমে শোনা যায় তৃপ্তি দিমরির নাম। তবে সেটা বাতিল হয়ে সূত্র বলছে, এই চরিত্রের জন্য নাকি মিমি চক্রবর্তীর সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। যদিও এখন কিছু ফাইনালইজ় হয়নি। তবে মিমি নাকি খুবই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন চরিত্রটি করার ব্যাপারে।



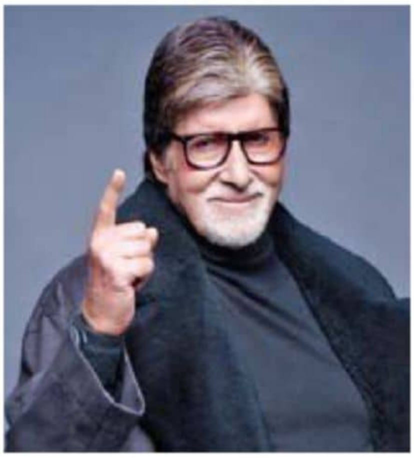
■ মিমি চক্রবর্তী



■ অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী এবং অমিতাভ বচ্চন (নীচে)

অমিতাভের শুভেচ্ছা

অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরীর আগামী ছবি 'ডিয়ার মা'র উদ্দেশে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠালেন অমিতাভ বচ্চন। ছবির ট্রেলার দেখে একপ্রকার মুগ্ধ তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবির পরিচালককে লিখলেন, 'টোনিদা, আমার শুভেচ্ছা সব সময় আপনার সঙ্গে রয়েছে।" এছাড়া ছবির ট্রেলারও শেয়ার করেছেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই বিগ বি-র কাছ থেকে শুভেচ্ছাবার্তা পেয়ে আপ্লুত ছবির সদস্যরা। উল্লেখ্য, অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরীর পরিচালনায় 'পিঙ্ক' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন অমিতাভ।





বাংলায় কথা কেন?

নতুন হিন্দি ছবি 'মালিক'-এ অভিনয় করতে দেখা যাবে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে। পুলকিত পরিচালিত এই ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে রাজকুমার রাও-কে। সম্প্রতি মুম্বইতে এই ছবির ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে, কলকাতা থেকে আগত এক সাংবাদিক প্রসেনজিৎকে বাংলায় প্রশ্ন করেন। সেটা শুনে প্রসেনজিৎ সেই সাংবাদিকের উদ্দেশে ইংরেজিতে বলেন, তিনি বাংলায় কেন কথা বলছেন! এখানে বাংলায় কথা বলার কী প্রয়োজন? এরপরও সেই সাংবাদিক বাংলাতেই প্রশ্ন করেন এবং প্রসেনজিতের পাশে বসা রাজকুমার রাও সেই প্রশ্নটি সকলের জন্য বাংলা থেকে হিন্দিতে অনুবাদ করে দেন। এরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রসেনজিৎকে আক্রমণ করা শুরু হয়েছে। যে ভাষায় তিনি কাজ করেন, সেই ভাষাকে তিনি কীভাবে অসম্মান করতে পারেন। যিনি সর্বত্র বলে থাকেন বাংলা ছবির পাশে দাঁড়ান, তিনি-ই বাংলাতে কথা বলতে অনীহা প্রকাশ করবেন কেন? প্রসেনজিতের তরফ থেকে অবশ্য এই নিয়ে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি। তবে এই ঘটনায় দ্বিধাবিভক্ত বাংলার জনতা। কেউ-কেউ দাঁড়াচ্ছেন প্রসেনজিতের পাশেও, 'ন্যাশনাল মিডিয়ার সামনে বাংলায় প্রশ্ন করার কারণ কী?' তুলছেন এই প্রশ্নও। যদিও প্রসেনজিতের পাশাপাশি তাঁদেরও তুলোধনা করছে জনতা!

■ প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়

ক











লোকের মিম হওয়ার জন্য আমি পোশাক

প্র আপনি পরপর ভাল কাজ করছেন। তা সত্ত্বেও ইন্ডাস্ট্রিতে আপনাকে নিয়ে চর্চা হয় না।

আমি খুব রিজ়ার্ভড। এই পেশায় থাকলে এতটা লাজুক, নিজেকে গুটিয়ে রাখা মানুষ হলে চলে না। চেষ্টা করব, খোলস থেকে বেরিয়ে আসার।

প্র আপনার বাবা খ্যাতনামা বিনোদন সাংবাদিক। ছোটবেলা থেকে নিশ্চয়ই সিনেমা জগতের সঙ্গে পরিচিত। তা সত্ত্বেও এত রিজ়ার্ভড...

ছোট থেকেই আমি শান্ত, চুপচাপ। বাবা কাজের জগৎ বাড়িতে আনতেন না। আমার ছোটবেলায় বাবার মঙ্গলবার ছুটি থাকত, কোনও নাটকের রিভিউ বা গানের অনুষ্ঠান থাকলে আমিও যেতাম। কিন্তু বাবা কখনও বলে দেননি, কার সঙ্গে মিশতে হবে। শুরুর দিকে হয়তো কেউ মিটিংয়ে ডেকেছেন, আমার আপত্তিকর লেগেছে তাঁকে। বাবা কিন্তু বলে দেননি যে ওই লোকটা ওরকম। উনি চাননি আমি পক্ষপাত নিয়ে দেখি কাউকে।

প্র বাবার জন্য সুবিধে হয়েছে?

আমি বাবার পরিচয় ব্যবহার করতাম না। কিন্তু অনেকেই জানতেন আমার বাবাকে। ফলে কেউ আপত্তিজনক অ্যাপ্রোচ করেননি। অনেকেই সরাসরি খারাপ প্রস্তাব দিয়ে থাকেন, সেটা আমাকে খুব একটা ফেস করতে হয়নি। আবার বাবার অনেক সমসাময়িক ব্যক্তি বলেছেন, 'ও তো অমুকের মেয়ে। ওকে কেন কাজ দেব?'

প্র সোশিওলজি নিয়ে পড়তেন। সেখান থেকে অভিনয়ে আসা নিয়ে বাড়ির লোকের আপত্তি ছিল?

একেবারেই নয়। ওই যে ছোট থেকে সিনেমা, নাটকের প্রতি এক্সপোজ়ার বাড়ির সূত্রেই হয়েছিল। ছোট থেকে নাচ, গান শিখেছি। ফলে, আমি আর্টের কোনও কিছুর সঙ্গে যুক্ত হব, এটা সকলেই বুঝেছিলেন।

প্র ঘরোয়া, ভদ্র মেয়ের ইমেজ আপনার। চরিত্র বা পোশাকের ক্ষেত্রে বোল্ড হতে চান না?

আমি ছোট থেকে শর্টস বা স্প্যাগেটি টপ পরে নাইটক্লাবে যেতে অভ্যস্ত নই। ডেনিম, টি শার্ট



'চাবিওয়ালা' ছবির দৃশ্য



'ভূতপরী' ছবিতে সত্যমের সঙ্গে

পরপর ছবি এবং ওয়েব সিরিজ় করে গেলেও, তাঁকে নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিতে চর্চা কম হয়। নিজের ঢাক নিজে পেটানোয় বিশ্বাসী ছিলেন না **অমৃতা চট্টোপাধ্যায়**। তবে এখন তিনি স্টান্স বদলাচ্ছেন। শুনলেন

আসিফ সালাম

পরা আমার অভ্যাস। তার মানে এই নয় যে শর্টস পরি না। চরিত্রের ক্ষেত্রে, এক ধরনের চরিত্রে আটকে থাকাতে বিশ্বাসী নই। কিছু ছকভাঙা চরিত্র করেছি। ওয়েব সিরিজ়ে দেখতাম, সেন্সরশিপ না থাকায় গল্পে প্রয়োজন না থাকলেও উত্তেজক দৃশ্য, লিপলক থাকতই। এটা তো চরিত্রের জন্য জাস্টিফায়েড নয়। লোকের মিম হওয়ার জন্য আমি পোশাক খুলতে পারব না। অভিনয়ের জন্য প্রয়োজন হলে সাহসী হব।

প্র সিনেমার পার্টি বা প্রিমিয়ারে যেতেও পছন্দ করেন না?

ন'দশ বছর হয়ে গেল, এখনও ওই সব জায়গায় নিজেকে খুব একটা খাপ খাওয়াতে পারি না। কী কাজ করছি, কোথায় শুট করছি-র পরে কী কথা বলব লোকেদের সঙ্গে বুঝতে পারি না। পাশের লোক দু'পেগ মদ খেয়ে নানা কথা বললে আমি বুঝতে পারি না কী করব। আমি যেহেতু একেবারেই মদ খাই না, ফলে পার্টিতে কিছুই করার থাকে না।

প্র আপনি যেরকম রিয়েল, অনেকেই তেমনটা নয়।

সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে চারদিকে ফেক মানুষ ভরে গিয়েছে। নিজেকে মিসফিট মনে হয়। হয়তো আমার ও আমার সমসাময়িক দু'জনের কাজ এল। দুটোই প্রশংসিত হল। কিন্তু একজন অনেক কাজ পেলেন, আর আমি পেলাম না। আমি জানতামই না ইন্ডাস্ট্রি কীভাবে ফাংশন করে। লবি-র ব্যাপার বুঝতেও কিছু বছর কেটে গিয়েছে। আমি বরাবর জেনেছি, একটা কাজ ভাল হলে সেখান থেকে অন্য কাজ পাব। ধরুন, আমার ছবি আমি কয়েকজনকে দেখাতে চাই। স্পেশ্যাল শোতে তাঁদের ডাকলাম। কিন্তু তাঁরা আসতে চাইলে তো! অনেকেই এমন অজুহাত দেখান, যেগুলো বিশ্বাসযোগ্য নয়। একজনকে কাজ



খুলতে পারব না: অমৃতা চট্টোপাধ্যায়



দেখানোর জন্য আর কী করতে পারব? কিন্তু কোনও-কোনও ব্যক্তির ছবি দেখতে সবাই চলে যান। আগে কাজ তো দেখতে হবে, তারপর অ্যাসেস করবেন।

প্র দেব বা নন্দিতা-শিবপ্রসাদ অনেক নতুন মুখ লঞ্চ করছেন। আপনি সেখানে পিছিয়ে পড়ছেন কেন?

নন্দিতা রায়-শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'গোত্র' ছবিটির সময়ে আমাকে অডিশনে ডেকেছিলেন। অডিশন দিই, নন্দিতাদি-শিবুদা ও অরিত্রদা ছিলেন। দেখলাম, ওঁরা মিটিমিটি হাসছেন। কিছু বুঝিনি, চলে আসি। তারপর মানালি পায় চরিত্রটি। তাতে কোনও আক্ষেপ নেই, ও দারুণ করেছে। তবে শিবুদা-নন্দিতাদি আমার কাজ দেখেছেন। না হলে অডিশনে ডাকতেন না। আমার ধারণা,



■ 'আ হোলি কন্সপিরেসি' ছবিতে নাসিরুদ্দিন ও কৌশিকের সঙ্গে

সুটেবল চরিত্র এলে ওঁরা নিশ্চয়ই ডাকবেন। দেবদার সঙ্গে একদম প্রথমদিকে একটি বিজ্ঞাপন করি। এরপরে নানা অনুষ্ঠানে দেখা হয়েছে ওঁর সঙ্গে। দেবদা বলেছেন, 'একটি কাজের জন্য তোমার কথা মনে হয়েছিল। তোমাকে বলব।' দেবদার অফিসে গিয়ে দেখা করা, শো-রিল দেখানো, এগুলো করিনি। কিছুদিন আগে আপনাদের পত্রিকাতেই অপারশক্তি খুরানার সাক্ষাৎকার পড়লাম। সেখানে উনি বলেছেন বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানেকে দশ বছর ধরে টেক্সট করেছেন। আমার মনে হল, 'আমি কে! আরও অনেক বেশি প্রো-অ্যাক্টিভ হতে হবে।' এখন একটু হলেও নিজেকে বদলেছি। দেখি, লাভ হয় কিনা।



ছবি: অনির্বাণ সাহা

■ প্রচারের মাঝে রাজনন্দিনী পাল

অভিনব প্রচার

শুরু হয়েছে রাজনন্দিনী পাল অভিনীত প্রথম ধারাবাহিক 'রাজরাজেশ্বরী রাণী ভবানী'। ধারাবাহিক শুরুর আগে অভিনব ভাবে প্রচার করলেন চ্যানেল কর্তৃপক্ষ এবং নির্মাতারা। উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার জনবহুল কিছু রাস্তায় দু'দিন ধরে চলল প্রচার। 'রাণী ভবানী'র বেশে রাজনন্দিনীর উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। পালকি করে নিয়ে আসা হয় তাঁকে। এরপর সাধারণ মানুষের সামনে নিজের চরিত্রকে তুলে ধরেন তিনি। রাজনন্দিনীর পাশাপাশি প্রচারের আয়োজন আরও বেশি নজর কেড়েছে ওই দু'দিন। ঢাক-ঢোল, শঙ্খধ্বনির সমারোহে যেন এক রাজকীয় আমেজ! বলা বাহুল্য, বাংলা ধারাবাহিকের এরকম প্রচার আগে কখনও হয়নি।

বছর দু'য়েক পর

দীর্ঘদিন পর অভিনয়ে ফিরছেন অভিনেত্রী শ্রীপর্ণা রায়। প্রায় দু'বছর আগে 'গাঁটছড়া' ধারাবাহিকে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। এছাড়া তাঁর ঝুলিতে রয়েছে 'কড়ি খেলা', 'আঁচল', 'মুকুট'-এর মতো একাধিক জনপ্রিয় ধারাবাহিক। এর মাঝে নতুন জীবন শুরু করেছিলেন মনের মানুষের সঙ্গে। তারপর আর অভিনয় করেননি। কিন্তু কিছু দিন আগে শোনা যায়, বিচ্ছেদের পথে হাঁটছেন তাঁরা। একই সঙ্গে খবর আসে আবারও অভিনয়ে ফিরছেন শ্রীপর্ণা। তবে মুখ্য চরিত্রে নয়, এবার তাঁকে দেখা যাবে পার্শ্বচরিত্রে। আসছে নতুন ধারাবাহিক 'লক্ষ্মী ঝাঁপি'। মুখ্য চরিত্রে থাকবেন শুভস্মিতা এবং সৌরভ চক্রবর্তী। সেই ধারাবাহিকেই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে শ্রীপর্ণাকে।



■ শ্রীপর্ণা রায়



দেবচন্দ্রিমা, ঘুরতে যাওয়ার আগে এয়ারপোর্টে (ইনসেটে)

কার প্রেমে?

নতুন প্রেমে পড়েছেন দেবচন্দ্রিমা সিংহ রায়। সায়ন্ত মোদকের সঙ্গে দীর্ঘদিন সম্পর্কে ছিলেন তিনি। বিচ্ছেদের পর, তাঁদের নিয়ে চর্চাও হয়েছে বিস্তর। কিন্তু সব কিছু পিছনে ফেলে মুম্বইয়ে নিজের কেরিয়ার গড়েছেন দেবচন্দ্রিমা। আবারও প্রেমে পড়েছেন নতুন এক ব্যক্তির। তাঁর সঙ্গে ছবিও পোস্ট করেছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। কিন্তু সেই ছবি ছিল গিবলি আর্ট দ্বারা নির্মিত। তাই প্রেমের স্বীকারোক্তিতে খানিক খামতি থেকে গিয়েছিল। কিন্তু ছবিতে থাকা মানুষটা যে তাঁর মনের কাছের, সে কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। এখনই প্রেমিকের ছবি দেখাতে নারাজ তিনি। এমনকি কে সেই মানুষ, তাও বলতে চান না। এরই মাঝে সেই ব্যক্তির সঙ্গে উড়ে গেলেন ছুটি কাটাতে। কোথায় গিয়েছেন, জানা যায়নি। তবে কাছের মানুষটিকে সঙ্গে নিয়েই যে এইবারের সফর, তা তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন।

স্মৃতিকথা

২৫ বছর পর 'তুলসী' ফিরছে টেলিভিশনের পর্দায়। 'কিউঁকি সাস ভি কভি বহু থি' ধারাবাহিকের দ্বিতীয় সিজ়ন আসছে ২৫ বছর পর। তাই আবারও পুরনো পেশায় প্রবেশ করতে চলেছেন স্মৃতি ইরানি। রাজনীতি থেকে এখন তিনি দূরে। ব্যস্ত শুটিং সেটে। জোরকদমে চলছে প্রস্তুতি। প্রথম সিজ়নে 'তুলসী বিরানি' চরিত্রের মাধ্যমে সকলের ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছিলেন স্মৃতি। দ্বিতীয় সিজ়নে তাঁর উপস্থিতি দর্শকদের নজর কেড়েছে। চলতি মাস থেকেই সম্প্রচারিত হবে ধারাবাহিকটি। শোনা হয়েছে, এই ধারাবাহিকের জন্য এপিসোড প্রতি ১৪ লক্ষ টাকা পারিশ্রমিক পাবেন স্মৃতি, যা এখনও পর্যন্ত টেলিভিশন জগতের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক। এছাড়াও শুটিং সেটে তাঁর জন্য রয়েছে জ়েড ক্যাটাগরির সিকিউরিটি। স্মৃতি ইরানি যতক্ষণ শুটিং সেটে থাকবেন, ততক্ষণ কেউ মোবাইল ব্যবহার করতে পারবে না।





স্মৃতি ইরানি, প্রথম সিজ়নের ঝলক (নীচে)

নতুন ভাবনায়

শেষ কয়েক মাসে মুম্বইয়ে যাতায়াত বেড়েছে অভিনেতা রাহুল দেব বসুর। 'খাকি: দ্য বেঙ্গল চ্যাপ্টার'-এ জায়গা করে নেওয়া রাহুলও কি চাইছেন মায়ানগরীতে গিয়ে কেরিয়ার গড়তে? "মুম্বইয়ে আমার যাতায়াত অনেক দিনের। শেষ কয়েক মাসে বা বছরে তা বেড়েছে। বেশ কিছু অডিশন দিচ্ছি। চেষ্টা করছি নতুন কিছু করার।" বর্তমানে একটি বাংলা ওয়েব সিরিজ়ের শুটিং করছেন তিনি। তবে রাহুল আগামী দিনে হিন্দি ছবি বা ওয়েব সিরিজ়েই কাজ করতে চান। কেন বাংলা টেলিভিশন থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন? বললেন, "মুম্বই গিয়ে সিনেমায় কাজ পাওয়াটা অনেক কঠিন। ওয়েব সিরিজ়ে ভিন্ন স্বাদের চরিত্রে কাজ করা যায়। সুযোগ পাওয়াটাও তুলনামূলকভাবে সহজ। আমি বরাবরই নিজেকে অন্যভাবে মেলে ধরার চেষ্টা করেছি। হিন্দি ধারাবাহিকে সুযোগ পাওয়া সহজ। কারণ কলকাতার পরিচালক-প্রযোজকরা মুম্বইয়েও কাজ করেন।"



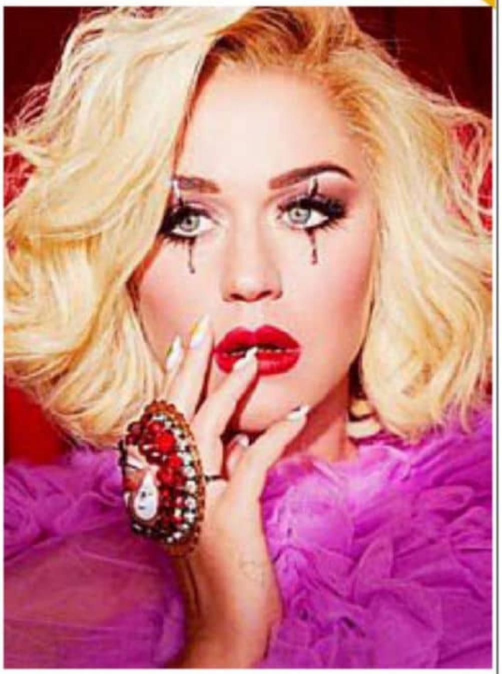
রাহুল দেব বসু











■ কেটি পেরি। (নীচে) অরল্যান্ডো ব্লুম

ভাঙাগড়ার খেলা

বাগদত্ত যুগল হিসেবে নয়, কো-পেরেন্ট হিসেবে নিজেদের সম্পর্ক গড়ছেন কেটি পেরি ও অরল্যান্ডো ব্লুম। অর্থাৎ সাত বছরের এনগেজমেন্ট ভাঙছেন তাঁরা। এখন, চার বছরের কন্যা ডেজ়ি ডাভকে মানুষ করাই তাঁদের সম্পর্কের সুতো। ফলে ‘পরিবার’ হিসেবে এখনও দেখা যাবে অরল্যান্ডো ও কেটিকে। এমনটাই জানিয়েছেন তাঁদের প্রতিনিধিরা। কেটির বিদেশে কনসার্ট টুরের ফলে অনেকদিন ধরেই নাকি অরল্যান্ডোর সঙ্গে তাঁর দূরত্ব তৈরি হচ্ছিল। অরল্যান্ডো একটু থিতু হতে চাইছিলেন, কিন্তু কেটির ব্যস্ততার কারণে তা সম্ভব হয়নি। তবে মেয়েকে বড় করার ক্ষেত্রে যাতে কোনও অসুবিধে না হয়, তাই ক্যালিফোর্নিয়ার বাড়িতে একসঙ্গে প্রায়ই থাকবেন দু’জনে, এমনটাই জানা গিয়েছে।





■ শার্লিজ় থেরন

চল্লিশের পর বুঝেছেন। এবং এই ষাট ছুঁই-ছুঁই বয়সে এসে তিনি নিজের জীবন উপভোগ করছেন পুরোদমে।



■ সিডনি সুইনি

কে চালাবে গাড়ি

‘ফোর্ড ভার্সেস ফেরারি’ একটি কিংবদন্তি ছবি। তবে ব্র্যাড পিট সম্প্রতি জানিয়েছেন, ‘টপ গান ম্যাভেরিক’-এর পরিচালক জ়োসেফ কসিনস্কি অনেক বছর আগে ‘ফোর্ড ভার্সেস ফেরারি’ ছবিটি করতে চেয়েছিলেন ব্র্যাড পিট ও টম ক্রুজ়কে নিয়ে। টম ক্রুজ় শেলবি এবং ব্র্যাড পিট কেন মাইলসের ভূমিকায়। কিন্তু টম যখন দেখলেন, শেলবির চরিত্রটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও তাঁর গাড়ি চালানোর দৃশ্য খুবই কম, তখন তিনি পিছিয়ে আসেন। ফলে কসিনস্কিও ছবিটি বানানোর আশা ত্যাগ করেন। ‘এফ ওয়ান’ ছবির সাফল্যের পর ব্র্যাডের আশা, টমের সঙ্গে একটি মোটোস্পোর্ট ছবি তিনি করবেন আবার।



■ ব্র্যাড পিট এবং টম ক্রুজ়







ইটস ওফিশিয়াল!

উইম্বলডন ফাইনাল বরাবর তারকাখচিত অনুষ্ঠান। দর্শকাসনে কোন তারকা এলেন, কে কী পোশাক পরলেন, তা-ও চর্চার বিষয়। কিন্তু এবার সব চর্চা ছাপিয়ে গিয়েছেন অ্যান্ড্রু গারফিল্ড এবং বব ডিলানের বায়োপিকে প্রশংসা কোড়ানো মনিকা বারবারো। অ্যান্ড্রু গারফিল্ডের সঙ্গে মনিকার ছবি পাপারাৎজ়ির ক্যামেরায় ধরা পরেছে ঠিকই, তবে সন্দেহের একটা অবকাশ ছিলই। সেই সন্দেহ উড়িয়ে দু'জনে উইম্বলডন ফাইনাল দেখতে এলেন একসঙ্গে। রংমিলান্তি পোশাক পরে, হাতে হাত ধরে। খেলা চলাকালীন অ্যান্ড্রু মনিকাকে চুম্বনও করলেন। একেই বলে ঘটা করে সম্পর্ক প্রকাশ্যে আনা। নিলেন তো অন্য সেলেবদের থেকে ফোকাস নিজেদের দিকে কেড়ে?

■ উইম্বলডনে অ্যান্ড্রু গারফিল্ড ও মনিকা বারবারো

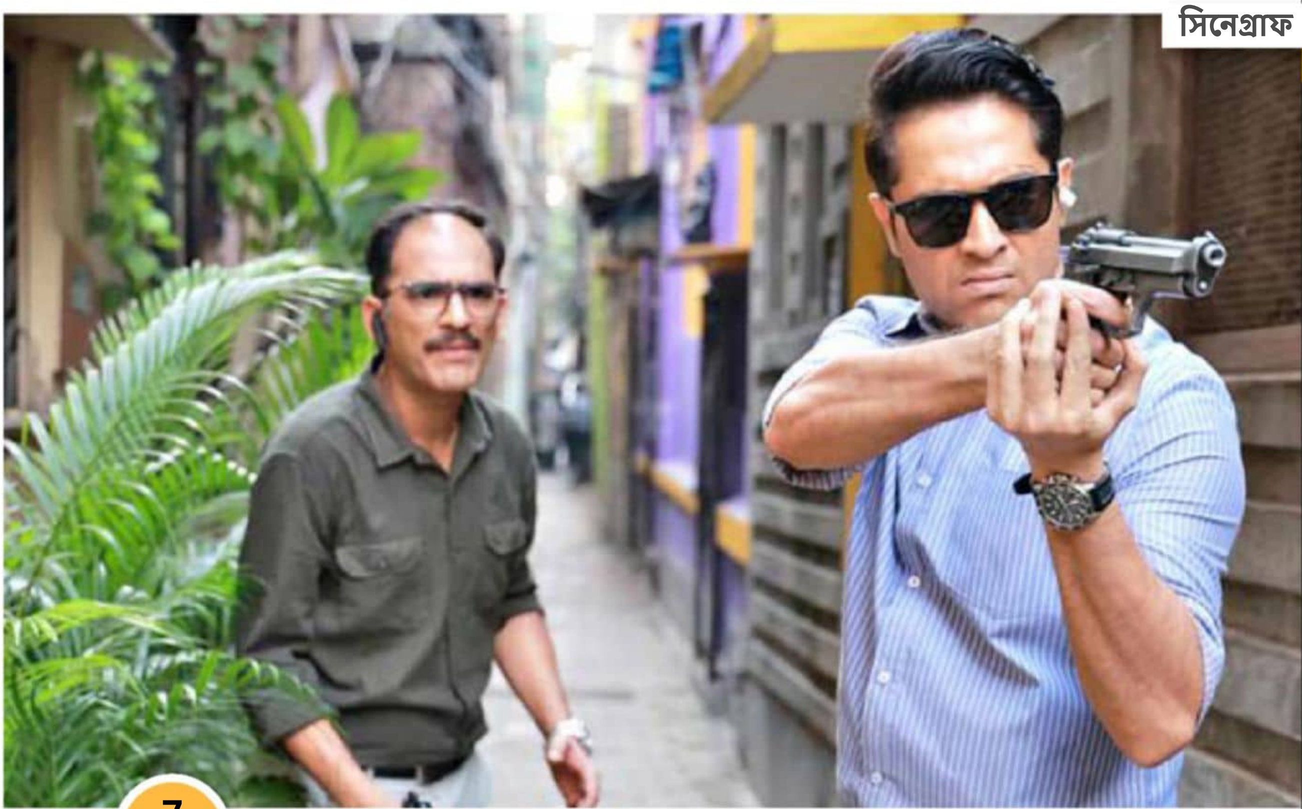

EI
TOPPING











মৃগয়া

7/10

একেই বলে কমার্শিয়াল ছবি

পরিচালনা: অভিরূপ ঘোষ
অভিনয়: ঋত্বিক চক্রবর্তী, বিক্রম চট্টোপাধ্যায়, অনির্বাণ চক্রবর্তী, সৌরভ দাস, প্রিয়াঙ্কা সরকার, শেখ রিজ়ওয়ান রব্বানি, অনন্যা ভট্টাচার্য

বাংলার পুলিশদের অভিজ্ঞতার গল্পকে বাণিজ্যিক ছবির প্যাকেজে মুড়ে 'মৃগয়া' নামের একটি মুচমুচে ছবি বানিয়ে ফেলেছেন অভিরূপ ঘোষ। সোনাগাছির যৌনকর্মী ছায়ার (প্রিয়াঙ্কা) হত্যাকে ঘিরে একটি মিশনে একত্রিত হন চার ডাকসাইটে পুলিশ। সেখানে অনিমেষ (বিক্রম) অনুসন্ধানী, বিডন স্ট্রিট থানার ওসি দেবাঞ্জন (ঋত্বিক) বেজায় রসিক, মানবিক; আবার রুদ্র ওরফে 'বাজপাখি' (অনির্বাণ) প্রযুক্তির ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত, তো ইমরান (রিজ়ওয়ান) বিশ্বাসী অ্যাকশনে।
পুলিশ আধিকারিক দেবাশিস দত্ত লিখেছেন ছবির গল্প। তার সঙ্গে সৌমিত দেবের সংলাপ। কোনও অংশে জাতীয় স্তরের অ্যাকশন ছবির চেয়ে কম নয় 'মৃগয়া'। অনির্বাণ চক্রবর্তী এবং ঋত্বিক চক্রবর্তী দারুণ অভিনেতা, সকলে জানেন। কিন্তু মারকাটারি অ্যাকশনও করতে পারেন, ভেবেছেন কোনওদিন বাংলার দর্শক? নাকি তাঁদের এমন রূপে দর্শকের সামনে এনেছেন কোনও পরিচালক? বিক্রম চট্টোপাধ্যায় নেতিবাচক বাস্তববাদী তরুণ অফিসারের চরিত্রে এককথায় খাপে-খাপ বসেছেন। ছোটপর্দার অভিনেতা রিজ়ওয়ানকেও দারুণ মানিয়েছে। 'মৃগয়া'র বড় সম্পদ এই অভিনেতারা। প্রিয়াঙ্কা সরকার বুঝিয়েছেন চরিত্রের পরিসর ছোট হলেও, অভিনয়ের গুণে তাকে বড় করে দেওয়া যায়। ভাল লাগে অনন্যাকেও (যদিও তাঁর চরিত্রের প্রেমে পড়া বোঝাতে একটি লম্বা গানের কোনও প্রয়োজন ছিল না)। 'ভেড়িয়া' গ্যাংয়ের পান্ডা হিসেবে গা-ঘিনঘিনে রকমের ভাল লাগে সৌরভ দাসকে। সাধারণত 'বাণিজ্যিক', বিশেষত বলিউড-কায়দার অ্যাকশনধর্মী বাণিজ্যিক ছবি বললে, কাস্টিংয়ে দেব ও জিতের নামই আসে। তাঁরা সফলও বটে। তবে সেই ছক থেকে বেরিয়েও একটা অন্য ছক ভাঙে 'মৃগয়া'। মা-সন্তানের ভালবাসা, রক্তের সম্পর্কের চেয়ে গভীর ভালবাসার টান, পিছিয়ে পড়া প্রজাতির প্রতিশোধস্পৃহা। আইটেম গানও! হ্যাঁ, কমার্শিয়াল ছবির মতো যুক্তির এদিক-ওদিকও আছে বইকি! তবে 'সিংঘম' ভাল লাগলে 'মৃগয়া'-ও ভাল লাগবে আপনার।

আপিস

6.5/10

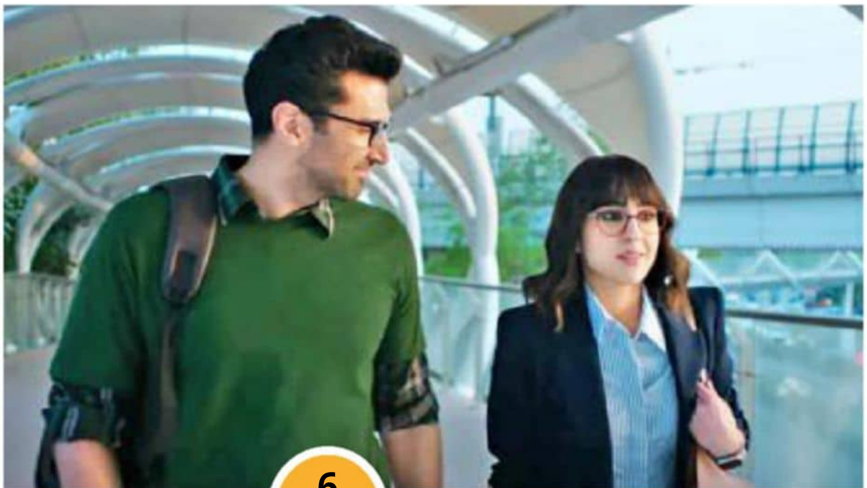
অনবদ্য অভিনয়

পরিচালনা: সুদেষ্ণা রায় ও অভিজিৎ গুহ
অভিনয়: সুদীপ্তা চক্রবর্তী, সন্দীপ্তা সেন, কিঞ্জল নন্দ, তথাগত চৌধুরী

খুব সহজসরলভাবে আর্থসামাজিক দিক থেকে ভিন্ন স্তরে থাকা দুই মহিলার মধ্যের ফারাকটা মিটিয়ে দিলেন রানা-সুদেষ্ণা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তৈরি 'আপিস' আসলে দর্শকের মধ্যেই দোলাচল সৃষ্টি করে। কর্মরতা মহিলাদের কোন চোখে দেখে সমাজ? বাড়ি এবং কাজের জায়গা সমানভাবে সামলাতে হবে, এই চাহিদা কি খুব সহজেই চাপিয়ে দেওয়া হয় না মহিলাদের উপর? সমস্যায় পড়লে মহিলাদেরই কাজ ছাড়তে হবে... এমন নিদানও তো সহজেই দেওয়া যায়! পরিচালকরা আসলে খুব চেনা একটা গল্পকেই আবেগের মোড়কে পেশ করেছেন। আর তা খুব সহজে হৃদয়ে গিয়ে আঘাত করে। হাসি (সুদীপ্তা) একটি বাড়িতে আয়ার কাজ করে। স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে তৈরি ছোট্ট সংসারে খুদের সর্বক্ষণের সঙ্গী সে। তার জন্যই শান্তিতে আপিস করতে পারে রাহুল (কিঞ্জল) এবং জয়িতা (সন্দীপ্তা)।

কিন্তু হঠাৎ মদন (তথাগত) এবং হাসির জীবনে আসে পরিবর্তন। সেই পরিবর্তন দু'টি পরিবারকেই কীভাবে পাল্টে দেয়, তাই নিয়ে তৈরি এই ছবি। সত্যি কথা বলতে কী, বাণী বসুর লেখা এই গল্পকে খুব নিটোল চিত্রনাট্যে বুনেছেন পরিচালকদ্বয়। হতে পারে, কিছু ঘটনা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়, কিন্তু পর্দা থেকে এক দণ্ড চোখ সরে না। আর আবেগের এই মাত্রাকে আরও কয়েক মাত্রায় বাড়িয়ে দিয়েছে অভিনয়। 'জয়িতা' হিসেবে সন্দীপ্তা ভীষণ ভাল। চরিত্রের দ্বিধা, অসহায়তা খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিঞ্জল নন্দও বেশ সাবলীল। তাঁর চরিত্রটির লেখা আর একটু গভীরে যেতে পারত, কিন্তু যেটুকু সুযোগ কিঞ্জল পেয়েছেন, মাতিয়ে দিয়েছেন। মদনের চরিত্রে তথাগতও যথার্থ। তবে তাঁর চরিত্রের পরিবর্তন একটু তাড়াতাড়ি হল। শুধু মদ্যপানে, ওই ফ্রাস্ট্রেশন অত তাড়াতাড়ি আসে না। অনবদ্য অভিনয় করেছেন সুদীপ্তা চক্রবর্তী। 'বাড়িওয়ালি'র এত বছর পরেও দেখা গেল, সুদীপ্তা একার কাঁধে একটা ছবিকে বয়ে নিয়ে যেতে পারেন। অবলীলায়। শুধু অভিনয়ের জন্যই 'আপিস'-এর ভাল লাগা ভিন্ন মাত্রা নেয়। আবহ সঙ্গীত এবং গানের ব্যবহার বেশ ভাল লেগেছে।





মেট্রো ইন দিনো

6/10

জটিল প্রেমের সরল গল্প

পরিচালনা: অনুরাগ বসু

অভিনয়: অনুপম খের, নীনা গুপ্ত, কঙ্কনা সেনশর্মা, পঙ্কজ ত্রিপাঠী, আলি ফজ়ল, ফাতিমা সানা শেখ, আদিত্য রয় কপূর, সারা আলি খান, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, দর্শনা বণিক

অনুরাগ বসু পরিচালিত 'লাইফ ইন আ মেট্রো' থেকে 'মেট্রো ইন দিনো' অবধি যে যাত্রা, তাতে ১৮ বছর অতিবাহিত। কিন্তু প্রেমের যাপনে কতটা বদলেছে সম্পর্ক? হ্যাঁ, 'মেট্রো ইন দিনো'-তে এক বয়ঃসন্ধির মেয়ের 'সেক্সুয়্যালিটি'র খোঁজ রয়েছে। সেই অনুসন্ধান আজকের দিনে প্রকাশ্যে আসতেই পারে। অনুরাগ 'লাইফ ইন আ মেট্রো'র প্রিয় চরিত্রগুলোকে নামে ফিরিয়ে এনেছেন। যেমন 'শ্রুতি' হয়েছেন ফাতিমা। 'আকাশ' আলি ফজ়ল। 'শিবানী' নীনা গুপ্ত। আর সবচেয়ে প্রিয় 'মন্টি' পঙ্কজ ত্রিপাঠী। তবে নাম এক হলেও এই ছবির 'শ্রুতি', 'আকাশ', 'শিবানী' বা 'মন্টি' চরিত্রে ভিন্ন।

যেহেতু 'লাইফ ইন আ মেট্রো'র সিকোয়েল, তাই তুলনাও আসা স্বাভাবিক। 'লাইফ ইন আ মেট্রো'র গল্পগুলো যেন অনেক বেশি বাস্তব ছিল। তাদের সমস্যা, আবেগ, সমীকরণ আমরা অনুভব করেছি, দেখেছি আশেপাশে। এই ছবিতেও আগের 'মেট্রো'র মতোই কর্পোরেট সংস্কৃতি, দাম্পত্যজীবনের একঘেয়েমি, ষাটোর্ধ্ব যুগলের প্রেম, প্রেমের খোঁজ সবই রয়েছে। গল্পগুলোতে 'হৃদয়'-ও রয়েছে। তবে বাস্তবের চেয়ে ফ্যান্টাসির দিকে তার ঝোঁক বেশি। যেমন পরিমল (অনুপম খের) যেভাবে বৌমা ঝিনুককে (দর্শনা) জীবনের পথে ফেরায়, তা অবাস্তব। মন্টি যেভাবে স্ত্রীয়ের মানভঞ্জন করতে গোয়া যায়, তা অত্যন্ত মজাদার হলেও বাস্তব থেকে দূরে। যেমন প্রিতমের সঙ্গীতও 'লাইফ ইন আ মেট্রো'র গানের মতো জমেনি, 'জ়মানা লগে' গানটি বাদ দিলে।

অনুরাগ বসু 'জগ্গা জাসুস' থেকে গানের মাধ্যমে ন্যারেটিভ এগিয়ে নেওয়ার যে শৈলী অবলম্বন করেছেন, তা এই ছবিতে তাঁর সিগনেচার হয়ে গিয়েছে। অত্যন্ত মুনশিয়ানার সঙ্গে তিনি গল্পগুলো বলেছেন, যার ফলে প্রায় দু'ঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিটের ছবিটি দর্শককে বসিয়ে রাখে। আলি ফজ়ল, ফাতিমা, আদিত্য, পঙ্কজ, কঙ্কনার অভিনয় এতটাই স্বাভাবিক যে ন্যারেটিভকে আরও সুন্দর করে তোলে তাঁদের উপস্থিতি। দর্শনা বণিক স্বল্প পরিসরে কেবল নিজের অভিব্যক্তির মাধ্যমে মন জয় করে নিয়েছেন। সবমিলিয়ে 'মেট্রো ইন দিনো' একদিকে যেমন মনের গভীরে ডুব দেয়, তেমন বিনোদনেও খামতি রাখে না।

ক্রিমিনাল জাস্টিস: আ ফ্যামিলি ম্যাটার

নেহাত পারিবারিক

5.5/10

পরিচালনা: রোহন সিপ্পি

অভিনয়: পঙ্কজ ত্রিপাঠী, সুরভীন চাওলা, জ়িশান আয়ুব, আশা নেগি, মিতা

বশিষ্ট, শ্বেতা বসু প্রসাদ

মুম্বইয়ের বিরাট কার্ডিয়াক সার্জন রাজের বাড়িতে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় তাঁর মেয়ের নার্সের মৃতদেহ। সেই নার্স রোশনির সঙ্গে রাজের প্রেমের সম্পর্ক। এদিকে তাঁর ফ্ল্যাটের উল্টোদিকের ফ্ল্যাটেই থাকে তাঁর ‘সেপারেটেড’ স্ত্রী অঞ্জু। হ্যাঁ, খুবই জটিল সমীকরণ সম্পর্কের। ডা: রাজের ডিফেন্সে অবতীর্ণ উকিল মাধব মিশ্র। পঙ্কজ ত্রিপাঠী অভিনীত মাধব মিশ্র ‘ক্রিমিনাল জাস্টিস’ সিরিজ়ের প্রতিটি সিজ়নের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর সঙ্গী স্ত্রী রত্না, শ্যালক দীপ এবং সহকারী শিবানী। এক-একটি সিজ়নে তাঁর দলে এসে ভিড়েছে এক-একটি চরিত্র। বেড়েছে মাধবের পসার, তিনি হয়ে উঠেছেন হাই-প্রোফাইল উকিল। চতুর্থ সিজ়ন এসে মাধবের গোটা টিম তৈরি। ফলে এবার রহস্য উদ্ঘাটন আরও জমজমাট। মাধব মিশ্র অদ্ভুত সমস্ত উপায় অবলম্বন করে অভিযুক্তদের বাঁচিয়ে দেন বলে পাবলিক প্রসিকিউটার লেখা (শ্বেতা) এবং মন্দিরা মাথুর (মিতা) তাঁকে অপছন্দ করেন। অপছন্দ করেন পুলিশের গোয়েন্দারাও। ‘আ ফ্যামিলি ম্যাটার’-এ লেখা এবং মন্দিরাও মাধবের বিপক্ষে।

‘ওপেন ম্যারেজ’ থেকে শুরু করে ‘কেয়ারগিভার’ অবধি আধুনিক এবং বিত্তশালী পরিবারের যাপনের নানা বিষয় উঠে এসেছে এই সিজ়নে। উঠে এসেছে বিশেষ বাচ্চাদের বিশেষ চাহিদার প্রসঙ্গও। আধুনিক নাগরিক জীবনে এক-একটি সম্পর্ক, তা মা-সন্তানের হোক বা স্বামী-স্ত্রীর, কতটা জটিল হয়ে গিয়েছে, তা বোঝা যায় এই সিজ়নে। পঙ্কজ ত্রিপাঠী অভিনীত মাধব মিশ্র চরিত্রের বারবার ফিরে আসা প্রমাণ করে তা কত জনপ্রিয়। জ়িশান আয়ুব, আশা নেগি, মিতা বশিষ্ট, শ্বেতা বসু প্রসাদ, সকলেই নিজ-নিজ চরিত্রে যথাযথ। বহুদিন পর একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে সুরভীন চাওলা মন জয় করে নিয়েছেন। মায়ের অসহায়তা, কেরিয়ার ত্যাগের বিরক্তি, পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধতা তিনি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে সিরিজ়টির পর্ব সংখ্যা সহজেই কমানো যেত।





ভূতপূর্ব

4.5/10

বেরসিক ভূত

পরিচালনা: কাকলি ঘোষ ও অভিনব মুখোপাধ্যায়
অভিনয়: অমৃতা চট্টোপাধ্যায়, সুহোত্র মুখোপাধ্যায়, সন্দীপ্তা সেন, রূপাঞ্জনা মিত্র, সত্যম ভট্টাচার্য, সপ্তর্ষি মৌলিক

ভূত বিষয়টি এতটাই চর্চিত যে, প্রতিবারই ভূতের ছবি বানাতে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েন পরিচালকরা। ‘ভূতপূর্ব’তে পরিচালক-লেখকরা বেছে নিয়েছেন সাহিত্য ও অতীতের মিশ্রণকে। এক বৃষ্টির রাতে উত্তর কলকাতার পুরনো বাড়িতে আড্ডায় বসে তিনজন। ছয়ের দশকের তিনটি আলাদা গল্পের প্রেক্ষাপটকে এক সুতোয় বুনে ছবি বানিয়েছেন পরিচালক কাকলি ঘোষ ও অভিনব মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘মণিহারা’, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তারানাথ তান্ত্রিক’ আর মনোজ সেনের ‘শিকার’-এর ভিত্তিতে তৈরি ছবি। মণিহারার ফণীভূষণ (সত্যম), তারানাথ তান্ত্রিক (সপ্তর্ষি), শিকার-এর পূর্ণেন্দু (সুহোত্র) এক বৃষ্টির রাতে দেখা করে গল্প বলে। লেখকের মুনশিয়ানা হল তিন গল্পে পুরুষের কণ্ঠ দিয়ে তাদের জীবনের নারীদের কথা বলেছেন। পুরুষ চরিত্রদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক যেমন উঠে এসেছে তাতে, তেমনই অতিপ্রাকৃত নারীরা উঠে এসেছেন লেখকের লেন্স দিয়ে। তিনজনের গল্পের মূলেই যেহেতু অতৃপ্ত আত্মা, তাই রহস্য ঘনাতে সময় লাগে না। মণিহারা-র মণিমালিকার ভূমিকায় অমৃতা বেশ ভাল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের ব্যবহার বেশ ভাল লাগে। তারানাথ তান্ত্রিকের মাতু পাগলি (রূপাঞ্জনা) ভীষণ ভয়াবহ। অন্তত দৃশ্যভাবনার দিক থেকে পরিচালক পুরো চেষ্টা করেছেন। কিন্তু চেষ্টা পুরোপুরি সফল, তা বলা যায় না। শিকার-এ বিধবা নারী তিলোত্তমার চরিত্রে সন্দীপ্তা প্রশংসনীয়। তবে চমকে দিয়েছেন সুহোত্র। পূর্ণেন্দুর ধূসর চরিত্র ও তার শরীরী ফ্যান্টাসি বেশ ভাল লাগে। নারীর অবদমিত কামনা এই গল্পের বিষয়বস্তু। তবে অভিনয় দক্ষতা প্রশংসনীয় হলেও গল্পগুলো খুব যে ভয় ধরায়, তা নয়। আরও দক্ষ পরিচালনা হলে হয়তো ছবিটি আরও বেশি উপভোগ্য হত।

ম্যাডাম সেনগুপ্ত

6/10

ভাল গল্প

পরিচালনা : সায়ন্তন ঘোষাল
অভিনয় : ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, রাহুল বসু, কৌশিক সেন, অনন্যা চট্টোপাধ্যায়, রৌনক দে ভৌমিক, পরান বন্দ্যোপাধ্যায়, খরাজ মুখোপাধ্যায়

'আবোল-তাবোল'-এর ছড়ায় মোড়া 'ম্যাডাম সেনগুপ্ত'র গল্প। নির্ভেজাল রহস্য ছবির মূল ইউএসপি। বেশ কিছু খুন ও তার রহস্য সমাধান দিয়ে ছবির শুরু। গল্প যত এগোয়, ক্রমশই দানা বাধে রহস্য। চিত্রনাট্য বেশ টানটান। তবে প্রথমার্ধের চেয়ে দ্বিতীয়ার্ধ বেশি নজর কাড়ে। পর পর দৃশ্যগুলিকে যেভাবে সাজানো হয়েছে, তাতে থ্রিলারে কোনও খামতি থাকে না। তবে ছবির দ্বিতীয়ার্ধে চিত্রনাট্য অধিক টানটান। ম্যাডাম সেনগুপ্তর চরিত্রে ঋতুপর্ণার অভিনয় খুব ভাল। তাঁর বন্ধু রঞ্জনের চরিত্রে রাহুল বসু। তাঁর অভিনয় নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। ছবিতে ঋতুপর্ণা ও অনন্যার দৃশ্যগুলি দেখতে ভাল লাগে। সম্পাদনা বেশ ভাল। কৌশিক সেন ও ঋতুপর্ণার দাম্পত্য জীবনের গল্পকে সুন্দর ভাবে মেলে ধরা হয়েছে ছবিতে। তাঁদের দূরত্ব, কাছাকাছি আসা... সবটাই দেখতে ভাল লাগে। বড়পর্দার নতুন মুখ রৌনক, প্রথম ছবিতেই নিজেকে প্রমাণ করেছেন। অন্যান্য সকলেই নিজেদের চরিত্রে যথাযথ। একবার দেখার জন্য এই ছবি বেশ ভাল। কোথাও গিয়ে অতিরঞ্জিত মনে হয় না। এমনকি শেষ অংশে গানেও মন ভরবে।



কালীধর লাপতা

4.5/10

অভিনয়ই সম্পদ

পরিচালনা: মধুমিতা সুন্দরারমন
অভিনয়: অভিষেক বচ্চন, দৈভিক বঘেলা, মহম্মদ জিশান আয়ুব, নিমরত কউর

কালীধর লাপতা হয়ে যায়নি। কালীধরকে হারিয়ে ফেলা হয়েছে, ইচ্ছে করে। যে মানুষ চলে যায়, সে ফিরে আসে না। আর কিছু মানুষ অল্প সময়ের জন্য এলেও, সারাজীবন মননে গেঁথে থাকে। কালীধর আর বল্লুর গল্পটা সেরকমই। ছেড়ে যাওয়ার গল্প আর থেকে যাওয়ার গল্প। হালফিলে ওটিটিতে মুক্তি পাওয়া যে কোনও সিরিজ় কিংবা সিনেমা অতি সহজেই জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই ছবিও জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। অভিষেক বচ্চনের অভিনয় এখানে সম্পদ। সংলাপের প্রভাব না থাকলেও, অভিষেকের অভিনয় ও চরিত্রের সাফল্য প্রশংসনীয়। দৈভিকের ঝরঝরে সংলাপ গল্পকে মজাদার করে তোলে। তাঁর সংলাপ বলার ধরন অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ছোট ছোট দৃশ্য যত্নের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন বিরিয়ানি খেতে যাওয়ার দৃশ্য, গাছের তলায় আস্তানা বানিয়ে রাত কাটানোর মুহূর্ত। তবে অভিনয় ছাড়া গল্প তেমন প্রভাব ফেলে না ছবিতে। টানটান চিত্রনাট্য ছাড়া এই ধরনের ছবির মায়ায় জড়ানো সম্ভব নয়। বল্লু চলে যাওয়ার দৃশ্যটা যতটা ভাল হওয়ার প্রয়োজন ছিল, ততটা হয়নি। এত গভীর সম্পর্কের গল্প বলেও, বল্লু চলে যাওয়ার পরের মুহূর্তগুলি খুব ভাল ভাবে দেখাতে পারেননি পরিচালক। কালীধরের পরিবারকেও আর একটু জায়গা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অনেক মন্দের মাঝেও মন ছুঁয়ে যায় ছবির গানগুলি। গানের মাধ্যমেই সম্পর্কের গল্প অনেক ভাল ভাবে ফুটে উঠেছে।





দ্য হান্ট: রাজীব গান্ধী অ্যাসাসিনেশন কে

শিহরণ জাগানো

7/10

পরিচালক: নাগেশ কুকুনুর
অভিনয়: অমিত সিয়াল, ভগবতী পেরুমল, গিরিশ শর্মা, শফিক মুস্তাফা

লেখক অনিরুদ্ধ মিত্রর বই 'নাইন্টি ডেজ়'-এর উপর ভিত্তি করে সাত এপিসোডের এই সিরিজ় তৈরি করেছেন নাগেশ। এবং প্রথম এপিসোড থেকে ১৯৯১ সালে ঘটে যাওয়া প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী হত্যা মামলার উপর মনোনিবেশ করে। সত্যি বলতে কী, ডক্টর কার্তিকেয়নের নেতৃত্বে তৈরি 'সিট' যেভাবে তদন্তের জন্য ক্লু সংগ্রহ করে, তা বেশ মনোগ্রাহী। নাগেশ ধীরে ধীরে দর্শকের মনে ঘটনা পরম্পরা এবং বিস্তারিত রহস্যের সঞ্চার ঘটিয়েছেন। তাতে আছে রাজনৈতিক অন্তর্ঘাত, উপর থেকে চাপ ও অন্যান্য ফ্যাক্টর। কিন্তু তা পক্ষপাতদুষ্ট হয়নি একেবারেই। কারণ পাশাপাশি এই ঘটনার মাস্টারমাইন্ড এলটিটিই নেতা শিবশরণের গল্পও দেখানো হয়েছে। এই সিরিজ় কোনও নির্দিষ্ট পরিণতিতে পৌঁছয় না। তবে বিভিন্ন প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়।



পঞ্চায়েত ৪

দমবন্ধকর ফুলেরা

4/10

পরিচালনা : অক্ষত বিজয়বর্গীয়া
অভিনয় : জীতেন্দ্র কুমার, রঘুবীর যাদব, নীনা গুপ্তা, ফয়জ়ল মালিক, চন্দন রায়, পঙ্কজ ঝা

ফুলেরায় আর আগের সেই নির্যাস নেই। দ্বন্দ্বেই গল্প শেষ। যে ভাবে শুরু হয়েছিল গল্প, তা বয়ে গিয়েছে অন্য খাতে। সচিবজি ধীরে ধীরে গল্পের অন্তরালে চলে যাচ্ছে। মুখ্য চরিত্র হয়ে গল্পকে তিক্ততায় ভরিয়ে তুলছে প্রধানজি আর ভূষণ। প্রাধান্য বেশি দেওয়ার প্রয়োজন ছিল মঞ্জু দেবীর চরিত্রটিকে। প্রথমদিকে প্রায় সব সিজ়নে তাঁর চরিত্রটিকে দমিয়ে রাখা হয়েছিল। তাই আশা ছিল, এই সিজ়নে পদ পাওয়ার লড়াইয়ে সে অন্তত নিজের জায়গাটা করে নেবে। কিন্তু এবারে সেটাও হল না। সচিবজি আর রিঙ্কির প্রেম নিয়ে এই সিজ়নে আশার আলো দেখেছিল দর্শক। কিন্তু সেটাও অধরা এবারে। ফুরফুরে ফুলেরা গ্রামের দমবন্ধকর পরিস্থিতি একঘেয়ে করে তোলে প্রতিটি পর্ব। গ্রামের সারল্য নয়, প্রাধান্য পায় রাজনীতি। কিছু ক্ষেত্রে ভোটপর্ব টানটান উত্তেজনার সৃষ্টি করে ঠিকই, কিন্তু কোথাও গিয়ে সেটাও অতিরঞ্জিত। তাড়াহুড়ো না করে বরং ধৈর্য

নিন্দে করেও ঝপাং

টেস্ট গসিপ নিয়ে আনন্দলোকে হাজির সোশ্যালাইট

মিস আঙুরলতা

মুখে এক, মনে আর এক... সেলেবদের ডিএনএ-তে বোধ হয় এই দ্বিচারিতা প্রোথিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু টলি জগতের নতুন সেনসেশন সদাহাস্যময়ী যেভাবে পাল্টির পর পাল্টি খাচ্ছে, তাতে তাকে অলিম্পিক্সে পাঠিয়ে দিলে দেশের জন্য পদক নিয়ে এলেও আসতে পারে। আসলে সদাহাস্যময়ী বোধ হয় জানে, অভিনয় দিয়ে বাজিমাত করাটা খানিক দূরগত হয়ে গিয়েছে তার কাছে। তাই পিআর করে যতটা এগোনো যায় আর কী। শিকার নামে সিনেমায় একটা আইটেম নম্বরে নেচে সে যা মাতামাতি করছে, মনে হচ্ছে যেন জাতীয় স্বীকৃতি এসেছে তার। প্রচার থেকে শুরু করে প্রিমিয়ার... সমস্ত লাইমলাইট একা শুষে নিচ্ছে। তার দামালপনার সামনে ছবির নায়িকা হয়ে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে সরল-মা'র। একটি ফোটোঅপে সকল কুলাকুশলীর ছবি একসঙ্গে উঠছিল। কিন্তু সদাহাস্যময়ী কনুইয়ের হালকা ভাঁজে সরল মা-কে যা ডজ করল! সে চলে গেল ভিড়ের দিকে। যেন সদাহাস্যই মধ্যমণি। ফলে যা হয়, সরল-মা গেল রেগে। সে খেটেখুটে কাজ করবে, কিন্তু লাভের গুড় সদাহাস্য খাবে, তা হয় নাকি? তবে আমি বোঝালাম সরল-মাকে। সদাহাস্যর সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন। এই তো সেদিন আমাকেই বড় মুখ করে 'গসিপ'-এর হদিশ দিচ্ছিল। পরিচালক সৃষ্টিঠাকুর নাকি বারবার তার নাম জপছে। কাজ দেওয়ার নাম করে কফি খেতে, ডিনার করতে বাড়িতে ডাকছে। দুষ্টু হাসি হেসে সদাহাস্যর বক্তব্য ছিল, সে মরে গেলেও সৃষ্টির ডাকে সাড়া দেবে না! কারণ সৃষ্টি যে বালিশ লড়াইয়ে পারদর্শী, তা সে জানে। তাই সৃষ্টির ফোন ধরাও নাকি বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু ও হরি, সামনাসামনি দেখি, উল্টো কাণ্ড! সেদিন এক ইউনিকর্ন সিনেমার প্রিমিয়ার ছিল। ওখানে সামনে পড়ে গেছে সদাহাস্যময়ী, সঙ্গে সৃষ্টি। সৃষ্টির প্রতি সদাহাস্যর আবেগমথিত চাহনি, দ্যাখে কে! সৃষ্টিকে নিজের পপকর্নটুকু অবধি খেতে দিচ্ছে না। তার টাব থেকেই খেতে হবে সৃষ্টিকে। বসতে হবে একসঙ্গে। একপ্রকার জোরাজুরি শুরু করল। ভাবলাম, কন্যের বুঝি শরীর খারাপ। পরে আর একদিন দেখি, সেই এক কাণ্ড! কাজল গায়ক ও তার বিখ্যাত শ্রুতিনাটকের শো ছিল। সেখানেও সদাহাস্যময়ী সৃষ্টিকে বগলদাবা করে ঢুকল। সৃষ্টিকে কারও সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে দিল না! একেবারে পাশে নিয়ে গিয়ে বসাল এবং সেলফি তুলল। মনে মনে ভাবি, মেয়ে এই ছিল তোর মনে? সৃষ্টির সঙ্গই যদি না ছাড়বি, তা হলে সেদিন অত কথা বললি কেন ওর নামে? নাম কিনতে?

অবশ্য সৃষ্টিই বা আর কী করবে? কেউ যদি তার বক্ষে আশ্রয় খোঁজে, সে দেবে না? আদতে তো সিঙ্গল এখন! এই তো কিছুদিন আগে একটি অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পেয়েছিল সে। কথা ছিল, স্টেজে উঠে দু'-চার কথা বলবে। কিন্তু সে ঢুকল অনুষ্ঠান একেবারে শেষের পর। এবং সোজা চলে গেল সুরা-খাদ্যের দিকে। তার কিছু যায় আসে বলে মনে হয় না। এমনিতে সে খুব মুখ মিষ্টি বটে, কিন্তু ওই... মুখে এক আর মনে আর এক না হলে কি সেলেব স্টেটাস বজায় থাকে?




উপন্যাস
গল্প
কবিতা
প্রবন্ধ
ভ্রমণ
বহুবর্ণ চিত্র
শুধু পুজোসংখ্যা নয়।
হৃদয়ে সুরের আগমনী!
শারদীয়া ১৪৩২
আনন্দবাজার পত্রিকা
sosideas